আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা

বর্ষ ৪১ ■ সংখ্যা ২ ■ এপ্রিল-জুন ২০১৯

খোকা মিয়ার নতুন জীবনের কথা

জাকাত ব্যবস্থাপনা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

দেশের অন্যতম প্রধান বেসরকারী ক্যান্সার হাসপাতালে দেশের বিশিষ্ট ক্যান্সার বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে কম খরচে আন্তর্জাতিক মানের ক্যান্সার চিকিৎসার নিশ্চয়তা

Prof. Dr. A.M.M.Shariful Alam

Prof. Dr. Mahbubul Alam

Prof. Dr. Ahsan Shamim

Prof. Dr. Qamruzzaman Chowdhury

Prof. Dr. Farhad Haleem Donar

Dr. Md. Yousuf Ali

Dr. Rowshon Ara Begum

Dr. Masudul Hasan Arup

Dr. Sadia Sharmin

Dr. S.M. Rokonuzzaman

Dr. Nazat Sultana

Dr. S.J. Momtahena

Dr. Shariful Islam

Dr. Samina Islam

পেডিয়েট্রিক অনকোলজি

Dr. Shormin Ara Ferdousi

Dr. Rubina Yesmin

গাইনি অনকোলজি

Prof. Dr. Fauzia Sobhan

Lt. Col. Dr. Begum Najneen

Dr. Farhana Ahmed

সার্জিক্যাল অনকোলজি

Prof. Dr. Anwar Hossain

Prof. Dr. A. K. Mostaque

Dr. Abu Kawsar Sarker

আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল

প্লট-৩, এম্ব্যাংকমেন্ট ড্রাইভওয়ে, সেক্টর-১০, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০, বাংলাদেশ

ফোন : ০৯৬৭৮০১৬৩৯১, ০২-৪৮৯৫০১৬৫, ০১৫৩১২৯১৮১০

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান www.amcghbd.org

আহ্ছানিয়া
মিশন বার্তা

বর্ষ ৪১ ❑ সংখ্যা ২ ❑ এপ্রিল-জুন ২০১৯

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)
১৮৭৩-১৯৬৫
প্রতিষ্ঠাতা
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

সম্পাদক
কাজী রফিকুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক
ড. এম. এহছানুর রহমান

সম্পাদনা পরিষদ
কাজী আলী রেজা
চিন্ময় মুৎসুদ্দী
অধ্যক্ষ ফাতেমা খাতুন

সহ-সম্পাদক
মো. সাইফুল ইসলাম

গ্রাফিক ডিজাইন
মো. আমিনুল হক

মূল্য
২৫ টাকা মাত্র

দারিদ্র্য নির্মূল এবং বৈষম্য কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে কার্যকর পন্থার নাম জাকাত। এভাবেও বলা যায় 'আল্লাহ তোমাকে ধনীর কাতারে সামিল করেছেন, অর্থবিত্ত দিয়েছেন- তোমাকে কিন্তু গরিবের কাতারেও সামিল করতে পারতেন। এই যে গ্রহণকারীর হাত না বানিয়ে, তোমাকে দানকারীর হাত বানালো- এই যে তোমাকে সম্মান দিলো- তুমি তোমার সম্পদ দান করে সেই প্রতিদান দাও।' আমাদের জীবনে তাই জাকাতের গুরুত্ব অপরিসীম। পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরআনে 'জাকাত' শব্দের উল্লেখ এসেছে ৩২ বার। নামাজের পরে সবচেয়ে বেশি বার উল্লেখ করা হয়েছে জাকাতের নাম। জাকাতের অর্থ দাবিদার মূলত আট শ্রেণীর মানুষ। এরা হলেন, ভিক্ষুক, মিসকিন, জাকাতের অর্থ সংগ্রাহক ব্যক্তি, নব মুসলিম, ক্রীতদাস থেকে মুক্তি, ঋণগ্রস্থ, অসহায় মুসাফির এবং দ্বীন প্রচারের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি। তবে জাকাতের ব্যবস্থাপনা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা হলেই এর সুফল সত্যিকার অর্থে সমাজে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করবে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন জাকাত ব্যবস্থাপনায় বরাবরই যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে আসছে। এ বিষয়ে গত ২৫ মে একটি গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হয়। বৈঠকে এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ মতামত দিয়েছেন বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। এ আলোকে এবারের প্রচ্ছদ কাহিনী জাকাত ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ।

আরেকটি বিশেষ গবেষণা রিপোর্ট প্রকাশ করা হল। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের বিগ টোব্যাকো টাইনি টার্গেট ইন বাংলাদেশ শীর্ষক গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণ করা হয়েছে এ রিপোর্টে। বিদ্যালয় ও খেলার মাঠের চারপাশে শিশু ও কিশোরদেরকে লক্ষ্য করে তামাক কোম্পানি যেসকল কৌশল অবলম্বন করছে সে তথ্য সহ আরো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে এ রিপোর্টে।

বরাবরের মতো এবারও রাজধানীতে কল্যাণমুখী ইফতার বিতরণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। মিশনের এ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ইফতারের পূর্বাহ্নে রাস্তায় চলাচলরত যানবাহন যেমন- বাস, মাইক্রোবাস, প্রাইভেটকার, অটোরিক্সা ও রিক্সা সহ অন্যান্য পথ যাত্রীরা সময়মত যাতে ইফতার করতে পারেন। এ কর্মসূচি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের বিভিন্ন মানবকল্যাণমুখী কর্মসূচির পাশাপাশি একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ হিসেবে প্রশংশিত। ২০১৬ থেকে চলছে এ উদ্যোগ।

বিভিন্ন বিভাগ ও সেক্টরের কর্মসূচির সংবাদ এবং তথ্যাবলী যথারীতি প্রকাশ করা হল সকলের অবগতির জন্য। এসব বিষয়ে আপনাদের মতামত গুরুত্বের সাথে মূল্যায়ন করবো আমরা।

সূচিপত্র

প্রচ্ছদ কাহিনী ১২-১৪

২০২১ সালে শুরু হবে অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বাস্তবায়নের কাজ। ওই উন্নয়ন এজেন্ডায় জাকাত প্রাতিষ্ঠানিকীরণের ধারণা যুক্ত করা গেলে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব। অর্থাৎ সামগ্রিক উন্নয়ন এজেন্ডায় জাকাতের অর্থ সংগ্রহ এবং তা বন্টনে জোর দেয়া গেলে সরকারের সার্বিক উন্নয়ন লক্ষ্য বাস্তবায়ন আরও তরান্বিত হবে। বর্তমান প্রচ্ছদ কাহিনী তৈরি করা হয়েছে জাকাত ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের বিভিন্ন দিক নিয়ে। লিখেছেন মৌসুমী ইসলাম

মিশন প্রতিষ্ঠাতার দর্শন ৩
স্বাস্থ্য ২৫-২৬
শিক্ষা ২৭-২৯
জীবন-জীবিকা ৩০
মানবাধিকার ৩১
বিবিধ ৩২

৭

উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন প্রয়াত উপকরণ উন্নয়নবিদ চাঁদ সুলতানার স্মরণে ২০০১ সালে 'চাঁদ সুলতানা পুরষ্কার' প্রবর্তন করে। চাঁদ সুলতানা পুরস্কার ২০১৮ প্রদান করা হয় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো-কে

৮

জ্ঞানচর্চায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করছে ওপেন এ্যডুকেশনাল রিসোর্সেস। অনলাইনে উন্মুক্ত শিক্ষা উপকরণ শিরোনামের লেখায় বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন চিন্ময় মুৎসুদ্দী

১০

নারীর ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছে। বিষয়টি বিস্তারিতভাবে লিখেছেন ফেরদৌসী আখতার

১৬

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের জাকাত ফান্ড থেকে বরাদ্দকৃত অর্থ ভিক্ষুকদের পুনর্বাসনের জন্য ব্যবহার করা হয়। মিশনের ভিক্ষুক পুনর্বাসন কার্যক্রম নিয়ে লিখেছেন কৃষিবিদ মো. নিয়ামুল কবীর

২২

বিশ্বব্যাপী গবেষণার অংশ হিসেবে 'বিগ টোব্যাকো টাইনি টার্গেট ইন বাংলাদেশ' বিষয়ক গবেষণা ও এর ফলাফল নিয়ে বিশেষ প্রতিবেদন লিখেছেন মো. মোখলেসুর রহমান

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন
বাড়ি-১৯, সড়ক-১২, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯
থেকে কাজী রফিকুল আলম কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আমাদের বাংলা প্রেস, ৩২/১, আজিমপুর রোড, ঢাকা- ১২০৫ থেকে মুদ্রিত।

ফোন : ৫৮১৫৫৮৬৯, ৯১২৭৯৪৩, ৯১২৩৪০২, ৯১২৩৪২০
ফ্যাক্স : (৮৮০-২) ৮১৪৩৭০৬, ৯১৪৪০৩০
ই-মেইল : dambgd@ahsaniamission.org.bd
ওয়েবসাইট : www.ahsaniamission.org.bd

বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব ভাবনা

কাজী আলী রেজা ॥ রঘুনাথ দাস

ভূমিকা

হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রহ.) ছিলেন পাক-ভারত উপমহাদেশের একজন বিখ্যাত সুফি সাধক। তাঁর চিন্তায়, চেতনায়, চলনে, বলনে ও মননে সর্বদাই ছিল খোদা ও রাসুলের প্রতি আনুগত্য ও অকৃত্রিম ভালোবাসা। খোদায়ী দাওয়াত প্রচার ও বাস্তবায়নের জন্য তিনি আজীবন সচেষ্ট ছিলেন। এ কারণে অসচেতন মানুষকে সচেতন করার জন্য তিনি অসংখ্য পুস্তক রচনা করেছেন।

তার লেখা অধিকাংশ গ্রন্থে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের বিষয়টি খুব জোরালোভাবে আলোচিত হয়েছে। তিনি ব্যক্তিগত জীবনেও জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষকে সমান চোখে দেখতেন। তিনি বলতেন, দুনিয়ার সকল মানুষই ভাই ভাই। সকলের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন না হলে দুনিয়ায় সুখ আসবে না। বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব স্থাপন খোদারই ইশারা। এই ভ্রাতৃত্ববোধ থেকে তিনি ১৯৩৫ সালে 'আহ্ছানিয়া মিশন' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আহ্ছানিয়া মিশনের মূলকথা হলো "স্রষ্টার এবাদত ও সৃষ্টের সেবা"। এখানে সকল ধর্ম বর্ণ ও গোত্রের মানুষ যারা দুর্দশাগ্রস্থ, তাদের সকলের সেবার কথা বলা হয়েছে। এমন কি সকল সৃষ্টির যত্নের কথা রয়েছে।

স্রষ্টার এককত্ব ও বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব

বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে তিনি তাঁর রচিত 'আমার জীবন-ধারা' গ্রন্থের ১৩৬ পৃষ্ঠায় বলেছেন, "স্রষ্টার এককত্বে পূর্ণ বিশ্বাস আসিলে তাঁহার সমগ্র সৃষ্টি ভ্রাতৃবৎ অনুমিত হয়। বিশ্ব সৃষ্টির সকল বস্তুকেই একই পরিবারভুক্ত মনে করা উচিত, সে সজীব হউক আর নির্জ্জীব হউক। সেই মুর্খ, যে বিনা কারণে একটি বৃক্ষপত্রও ক্রীড়া হেতু নষ্ট করে। সবারই উদ্দেশ্য আছে, সৌন্দর্যময়ের সুন্দর সৃষ্টির কোনো একটির বিনাশ সাধন করিলে, সুন্দরতমের উপর অশ্লাঘা প্রদর্শিত হয়"। (আমার জীবন ধারা, পৃষ্ঠা : ১৩৬)। তাঁর মতে মানুষ, জীবজন্তু ও প্রত্যেকটি বস্তুকে ঈশ্বর একেকটি বিশেষ কারণে সৃষ্টি করেছেন। হোক সে নির্জ্জীব কাঠ, পাথর, লোহা, সোনা বা সজীব কোনো গাছপালা, লতা, গুল্ম ও কীট পতঙ্গ। প্রতিটি বস্তুর মধ্যে একটি বিশেষ শক্তি ও গুণ দিয়ে ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন। চুম্বকে চৌম্বক শক্তি, স্বর্ণে ও পারদে ঔষধি শক্তি, বিভিন্ন শাক-সবজি ও ফলমূলে ভিটামিন বা জীবনী শক্তি এসব তাঁরই সৃষ্টি। তাঁর করুণা অপার, তাই তিনি দুনিয়ার সকল মানুষের সমান সুযোগ দানের জন্য এগুলো সৃষ্টি করেছেন।

মহানবী (স.) এর আবির্ভাব ও বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের উদ্যোগ

খোদার ইচ্ছা পূরণে পৃথিবীতে মহানবী (সা.) এঁর আগমন হয়। মহানবী (সা.) খোদার ইচ্ছা পূরণের নিমিত্তে খোদারই নির্দেশে ইসলাম প্রচার করেন। পৃথিবীতে শান্তি আনয়ন ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের জন্য নবীজী (সা.) সবাইকে হেদায়েত করেন। সবসময়ে তিনি সাহাবিদেরও এই বিষয়ে উপদেশ দিতেন। যা ছিল পরম করুণাময় আল্লাহরই ইচ্ছা।

"স্রষ্টার এককত্বে পূর্ণ বিশ্বাস আসিলে তাঁহার সমগ্র সৃষ্টি ভ্রাতৃবৎ অনুমিত হয়। বিশ্ব সৃষ্টির সকল বস্তুকেই একই পরিবারভুক্ত মনে করা উচিত, সে সজীব হউক আর নির্জ্জীব হউক। সেই মুর্খ, যে বিনা কারণে একটি বৃক্ষপত্রও ক্রীড়া হেতু নষ্ট করে।"

হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রহ.) তাঁর লিখিত গ্রন্থ "আমার শিক্ষা ও দীক্ষা" এর ৭ নং পৃষ্ঠায় বলেছেন, "মহানবী আসিয়াছিলেন খোদারই ইচ্ছা পূরণ করিতে, তাঁহার সাধের বিশ্বকে সুশোভিত করিতে শিক্ষা-দীক্ষা ও দৃষ্টান্ত দ্বারা। তিনি আসিয়াছিলেন সারা বিশ্বের অন্ধকার ও কুসংস্কার দূর করিয়া সত্য, প্রেম ও পবিত্রতা বিস্তার করিতে। ঝগড়া বিরোধ ও অশান্তি দূর করিয়া সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও একত্ব স্থাপন করিতে, সর্ব্ব জাতিকে গণতন্ত্র দ্বারা একত্রীকৃত করিতে, সকল ধর্মের সম্মান অক্ষুণ্ন রাখিয়া সারা জগতকে প্রেমের পাশে আবদ্ধ করিতে, স্ত্রী পুরুষকে সমানাধিকার দিতে, দুনইয়ার বুক হইতে অস্পৃশ্যতাকে বিতাড়িত করিতে, ছোট বড় ধনী, নির্ধন সকলকে মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ করিতে, জাতি, ধর্ম ও স্থান নির্বিশেষে শান্তির বীজ রোপণ করিয়া বিশ্বকে সভ্যতা ও জ্ঞানের শীর্ষ স্থানে উন্নীত করিতে এবং প্রেমালোকে প্রেমিক হৃদয়কে উদ্ভাসিত করতঃ সৃষ্ট ও স্রষ্টার যোগ সাধন শিক্ষা দিতে।" (আমার শিক্ষা ও দীক্ষা, পৃষ্ঠা : ৭)।

হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রহ.) এর এই বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামের ছত্রছায়ায় অন্য সকল ধর্মের সম্মান অক্ষুণ্ন রাখিয়া ও অস্পৃশ্যতাকে বিতাড়িত করিয়া পৃথিবীর সকল জাতি, গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়কে প্রেম ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া একটি সুখী, সাম্য ও বন্ধুত্বপূর্ণ অপার সুখময় পৃথিবী গঠনই আল্লাহর ইচ্ছা। আর সেই ইচ্ছা পূরণার্থে ধরাধামে নবীজী (সা.) এর আগমন। কিন্তু আমরা সেসব কথা ভুলে গিয়ে মঙ্গলময়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জাতিতে জাতিতে, গোত্রে গোত্রে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে হানাহানি করে মঙ্গলময়ের সাধের পৃথিবীকে ক্রমাগত অশান্ত ও বাস অনুপযোগী করে তুলেছি। তাই হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) তামাদের ভুল শোধরাবার জন্য তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে ভ্রাতৃত্ববোধ বিষয়টি গুরুত্বের সাথে আলোচনা করেছেন। তিনি বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব স্থাপন সম্পর্কে তাঁর "আমার শিক্ষা ও দীক্ষা" গ্রন্থের ৮ নং পৃষ্ঠায় বলেছেন, "জাতি নির্ব্বিশেষে খোদার সকল জীবকে ভ্রাতৃ বৎ গণ্য করা মহাকর্ত্তব্য। সৃষ্টের আনন্দে স্রষ্টার আনন্দ। যিনি যতই সৃষ্টকে ভালোবাসেন, তিনি ততই স্রষ্টার প্রিয় পাত্র হন। সমগ্র মানবজাতি খোদার সন্তান-সন্ততি স্বরূপ, উহাদের শান্তি-রক্ষণে খোদার সন্তুষ্টি।"

সাম্য ও বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব

এত কিছু জানার পরও আমরা জাতিতে জাতিতে, গোত্রে গোত্রে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে হানাহানি করছি, আল্লাহ ও রাসূলের নির্ধারিত পথ থেকে বিচ্যুত হচ্ছি, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করতে ভুলে যাচ্ছি, প্রতিবেশী গরিব দুঃখী শ্রমজীবী ও বিশেষ বিশেষ পেশাজীবীকে

সেমিনারে মূল্যবান মতামত দেন ড. কাজী আলী আজম, মো. ইসমাইল মিঞা ও ড. এম. এহ্ছানুর রহমান

ঘৃণা করা অব্যাহত রাখছি। এসব দৃষ্টে হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লাহ (র.) খুবই কষ্ট অনুভব করেন এবং মানব জাতিকে তার ভুল শোধরানোর জন্য ব্যথিত হৃদয়ে বলেছেন, "আমরা ভ্রান্ত, তাই কাহাকেও নীচ বলিয়া ঘৃণা করি, কাহাকেও ডোম, মেহতর বলিয়া অস্পৃশ্য জ্ঞান করি, আর কাহাকেও বা কাফের আখ্যা দিয়া আত্ম-শ্লাঘা দেখাইয়া থাকি। আমরা অন্তর্বিন নহি (অন্তর দেখি না), বাহ্য-বিন (বাহিরটাই দেখি)। লোকের বাহিরটা দেখি, আর ভিতরটা দেখি না বা দেখিবার ক্ষমতাও রাখি না।" (আমার শিক্ষা ও দীক্ষা, পৃষ্ঠা: ৮)। আমরা জানি মানুষের দুটি হাতই তার জন্য সমান প্রয়োজন। এর একটির অভাব ঘটলে মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। ডোম, মেথর, সুইপার, হাজাম, কাহার, ধোপা, চর্মকার প্রভৃতি পেশাজীবী আল্লাহরই সৃষ্টি, তারা আমাদের দৈনন্দিন কাজকে সহজ করে দেয় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাদের পরিবেশকে সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর রাখতে সহায়তা করে। তারা না থাকলে তাদের কাজগুলো যদি আমাদের নিজেদের করতে হতো তাহলে আমাদের কেমন লাগতো? নিশ্চয়ই ভালো লাগতো না। তাদের না থাকাটার অর্থ হলো সমাজের দুটি হাতের একটি হাত নষ্ট হওয়া। এ কারণে একজন মানুষ হিসেবে এদেরকে ঘৃণা না করে ভালোবাসা উচিত। এসব দৃষ্টে দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে প্রখ্যাত সুফি সাধক হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) তাঁর "ভক্তের পত্র" গ্রন্থের ৭৭ নং পৃষ্ঠায় বলেছেন, "দুইটি হাতকে সমানভাবে দেখ, কাহাকেও ঘৃণা করিও না; উভয়ই আমাদের মঙ্গল হেতু। যে হাত ময়লা পরিষ্কার করে সেও যেমন আদরের, আর যে হাত মুখে আহার পৌঁছায় সেও তেমনি আদরের। কোনো পার্থক্য করিবে না; যদি বাম হাতের অভাব হয়, তবে জীবন ভয়াবহ হইয়া উঠে।" (ভক্তের পত্র, পৃষ্ঠা : ৭৭)।

এ বিষয়ে আরও একটি উদাহরণ হলো তাঁর লেখা গ্রন্থ 'ছুফী' এর ৩৩নং পৃষ্ঠায় তিনি বলেছেন, "সমস্ত লোকই হজরত আদম (আ.) এর সন্তান ও মৃত্তিকা হতে সৃষ্ট।"

এ বিষয়ে তিনি তাঁর লেখা গ্রন্থ "ছুফী" এর ১০ নং পৃষ্ঠায় আরও বলেছেন: "বায়ু, জল, অগ্নি, মৃত্তিকা ও খাদ্য সকল দেশের জন্যই মনোনীত। স্রষ্টা দেশ কিম্বা কাল বিশেষের জন্য তাঁহার অনুগ্রহ সীমাবদ্ধ করেন নাই। সর্বত্র, সর্বকালে, সর্বজাতি সমভাবে তাঁহার দান উপভোগ করে। তিনি সকল জাতির প্রতিপালক, সকল যুগের প্রভু, সকল দেশের শাসক, সকল অনুগ্রহের প্রস্রবণ, সকল ক্ষমতার অধীশ্বর, সকল বস্তুর প্রতিপালক।"

স্রষ্টার প্রতি মহব্বত ও বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব

হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রহ.) এর রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠ করলে আমরা বুঝতে পারি যে, তিনি খোদার প্রতি মানুষের মহব্বতের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে, খোদার ওপর অকৃত্রিম প্রেমই জীবের মুক্তির একমাত্র পথ। খোদার প্রতি প্রেমের ভিত্তি হলো খোদার সকল সৃষ্টির ওপর প্রগাঢ় ভালোবাসা এবং জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষকে সমান চোখে দেখা অর্থাৎ মানুষে মানুষে পৃথক না করা।

কালজয়ী এই সুফিসাধক মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, পৃথিবীর সকল মানুষই সমান। সকল মানুষই একে অপরের ভাই। খোদার প্রেমে মশগুল এই সুফিসাধক ভ্রাতৃত্ববোধের বিশ্বাস থেকে তাঁর প্রণীত গ্রন্থ "ছুফী" এর ১০ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, "ছুফী জাতি, স্থান ও কাল নির্বিশেষে সকলকে আলিঙ্গন করেন, সকলকে ভ্রাতৃবৎ জ্ঞান করেন। তাঁহার নিকট কোনো ভেদাভেদ নাই। জগত পিতার রাজ্যে সকলেই এক সমাজ ভুক্ত।" (ছুফী, পৃষ্ঠা : ১০)।

তিনি এতিম অসহায়দের জন্য খুবই চিন্তিত

থাকতেন। তাদের উন্নতির জন্য তিনি নিজের সাধ্যমতো সম্ভব সবকিছু করতেন এবং এদের সহায়তা দানের জন্য পরিচিতজনদের কাছে অনুরোধ করতেন। তিনি ভাবতেন, এরাও আমাদের সমাজের একজন। এরা আমাদের অসহায় ভাই বোন। এদের সুন্দরভাবে বাঁচা ও বাড়ার সুযোগ করে দেওয়া আমাদেরই কর্তব্য। কে জানে সুযোগ পেলে এদেরই একজন আল্লামা রুমী বা হাফিজের মতো হবে না। এ কারণে এদেরকে সহায়তা দানের জন্য তিনি সকলকে অনুরোধ করতেন। এরকম একটা অনুরোধ আমরা তাঁর 'ভক্তের পত্র' গ্রন্থের ৭৩ নং পৃষ্টায় দেখতে পাই। এখানে তিনি জনৈক ভক্তকে বলেছেন, "এতিমদিগকে ভাসাইও না, সকলকে আপন করিয়া লও। তুমি ব্যতীত তাহাদের অশ্রু মুছাইবার কে আছে? দেখিও ছিন্ন পুষ্পগুলি যেন অজ্ঞাতে পদদলিত না হয়।"

এতিম ও অসহায়দের ক্ষেত্রে তিনি জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, শত্রু, মিত্র এসবের ঊর্দ্ধে গিয়ে কাজ করতে বলেছেন। এখানে তাঁর হৃদয়ের বিশালতা, সকল মানুষকে একই চোখে দেখা ও ভ্রাতৃত্ববোধের জ্বলন্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁর এক ভক্তকে লেখা পত্রটি এরই উকৃষ্ট উদাহরণ। 'ভক্তের পত্র' গ্রন্থের ১০০ নং পৃষ্ঠায় তিনি এক ভক্তকে বলেছেন, "মুক্তদ্বারে সকলকে আহ্বান করিয়া মহব্বতের ডোরে শৃঙ্খলাবদ্ধ কর, শত্রু-মিত্র, হিন্দু-মুসলমান সকলকে আপনার করিয়া লও, স্বার্থ ত্যাগ করিয়া অপরের জন্য জীবন উৎসর্গ কর, দুই হাতে ভালোবাসা বিলাইতে থাক, 'ছিনা চাক' (বক্ষ পরিষ্কার) করিয়া অসন্তোষ ভাবগুলি উপড়াইয়া ফেলো, শয়তানকে গণ্ডির মধ্যে আসিতে দিও না। কেবল মহব্বতকে জীবনের দোসর করিয়া লও।"

সর্বজনীন শব্দের ব্যবহার ও ভ্রাতৃত্ববোধ

হজরত খান বাহাদুর আহ্ছান্উল্লা (র.) এর একটি বড় গুণ হলো তাঁর গ্রন্থসমূহে সর্বজনীন শব্দের ব্যবহার। সর্বজনীন শব্দ হলো এমন সব শব্দ যা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিকাংশ মানুষের মুখের কথা। যেসব শব্দ অতি সহজে সকলে বুঝতে পারেন এবং ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলে বলতে ও শুনতে অভ্যস্ত। যেমন মা, বাবা, জল, প্রভু, শমন, দয়াময় ইত্যাদি। এই সকল সর্বজনীন শব্দের ব্যবহারের ফলে রবীন্দ্র-নজরুলের রমরমা অবস্থার মধ্যেও জাতি ধর্ম নির্বিশেষে উপমহাদেশের লাখ লাখ বাঙালি আগ্রহ ভরে তাঁর গ্রন্থগুলো পড়েছেন ও তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়েছেন। এবাদত সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি 'ভক্তের পত্র' গ্রন্থের ৭২ নং পৃষ্ঠায় এক ভক্তকে বলেছেন, "আকর্ষণই প্রকৃত, বস্তু অ-প্রকৃত। আকর্ষণকে পুজা করিবে, বস্তুকে পুজা করিবে না। আকর্ষণে দূরত্ব নাই, দূরত্ব বস্তুতে। বুঝিলে তো? আবার ঈদ আসিলে বুঝিবে, এসব কথা অনুভব করিবার, তর্ক করিবার নহে।"

এখানে তিনি এবাদতকে পুজা বলে একদিকে যেমন বাঙালি জাতির প্রাণের ভাষা 'বাংলা ভাষা' ব্যবহারের মাধ্যমে অবিভক্ত বাংলার কোটি কোটি পাঠকের মনে দাগ কেটেছেন, সাথে সাথে অসাম্প্রদায়িক মানসিকতা ও মহত্বের পরিচয়ও দিয়েছেন। এই ধরনের অনেক সর্বজনীন শব্দ তিনি তাঁর লেখা গ্রন্থসমূহে ব্যবহার করেছেন। এরকম কিছু শব্দ, যেমন : স্রষ্টা, মিশন, অর্চ্চনা, প্রভু, সন্ন্যাস, ব্রত, আত্মা, মহাত্মা, ইন্দ্রিয়, পরলোক, জল, শমন, মহাপ্রভু, অনন্তধাম, প্রার্থনা, পবিত্র, বিভুপদে, মঙ্গলগীতি, দয়াময়, তাপস, ঈশ্বর, সাধক, কৃপাময়, গলবস্ত্রে প্রার্থনা, স্বর্গ, স্বর্গীয় আনন্দ ইত্যাদি। এই সকল শব্দ ব্যবহার করায় জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকল পাঠক তার গ্রন্থগুলো পড়তে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। এ কারণে তার লেখাগুলো পড়ার প্রতি পাঠকরা উৎসাহিত হন। ফলশ্রুতিতে তাঁর উল্লিখিত সাম্যবাদ ও ভ্রাতৃত্ববোধের মূলমন্ত্র পাঠকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং তারা ভ্রাতৃত্ববোধ বিষয়ে ইতিবাচক আচরণে অভ্যস্ত হতে থাকে। আমার মনে হয় বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব উন্নয়নে তার অসাম্প্রদায়িক মানসিকতা ও মহত্বতা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভ্রাতৃত্ববোধ

অন্যান্য ধর্মের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাবোধ সকলকে মোহিত করে। তিনি ব্যক্তি বিশেষের মতো অন্য ধর্মের প্রতি ঈর্ষা প্রদর্শন করেননি। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি কখনও অন্য ধর্মের নেতিবাচক সমালোচনা বা কোনো কুৎসা রটনা করেনাই। তিনি অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই কথা বলতেন। তার এ নীতির জন্য ভারতীয় উপমহাদেশের সকল ধর্মের মানুষই তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের অনেকেই তাঁর নিকট থেকে পরামর্শ নিতেন। তাঁর 'ভক্তের পত্র' গ্রন্থটি মনোযোগ সহকারে পাঠ করলে যে কোনো পাঠক বিষয়টি অনুধাবন করতে পারবেন। অন্যান্য ধর্মের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাবোধের উদাহরণ হিসেবে তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বক্তব্য তুলে ধরা হলো : "মহাপুরুষদিগের জীবনী অনুধাবন কর, তাঁহারা কত উৎকট পরীক্ষা সাধন করিয়াছেন।" (ভক্তের পত্র, পৃষ্ঠা : ৮৯)।

এখানে মহাপুরুষ বলতে তিনি শুধু ইসলাম ধর্মের মহাপুরুষদের কথা না বলে অন্যান্য ধর্মের মহাপুরুষদেরও উল্লেখ করেছেন। এই বিষয়ের উদাহরণ হিসেবে তাঁর প্রণীত 'বিভিন্ন ধর্মের উপদেশাবলী' গ্রন্থটির কথা বলতে হয়। এই গ্রন্থের মুখবন্ধে তিনি বলেছেন: "স্রষ্টা দয়ার সাগর, রহমানুর রহিম। তিনি যুগে যুগে ভ্রান্ত মানবকুলের পথ নির্দেশের জন্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন পথ প্রদর্শক প্রেরণ করিয়াছেন। কাজেই কোনো জাতিকে, কোনো সম্প্রদায়কে, কোনো ধর্ম্মকে উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করা সমীচীন নয়।"

তিনি যে অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, তার অন্য উদাহরণ হলো তাঁর রচিত দুটি গ্রন্থ। যথা-

১. বিভিন্ন ধর্মের উপদেশাবলী।
২. ইছলামের বাণী ও পরমহংসের উক্তি।

তাঁর প্রণীত 'বিভিন্ন ধর্ম্মের উপদেশাবলী'

হজরত খান বাহাদুর আহ্ছান্উল্লা (র.) এর একটি বড় গুণ হলো তাঁর গ্রন্থসমূহে সর্বজনীন শব্দের ব্যবহার। সর্বজনীন শব্দ হলো এমন সব শব্দ যা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিকাংশ মানুষের মুখের কথা। যেসব শব্দ অতি সহজে সকলে বুঝতে পারেন এবং ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলে বলতে ও শুনতে অভ্যস্ত।

গ্রন্থে তিনি কোরআনের বাণী, হিন্দু ধর্মের বাণী ও নবীজী (সা.) এর বাণী ছাড়াও বিভিন্ন ধর্মের আরও ১২ জন মহাপুরুষের বাণী তুলে ধরেছেন। এসব মহাপুরুষের মধ্যে রয়েছেন সরথুস্ত্র, তীর্থঙ্কও, মহাবীর, কনফুসিয়াস, বুদ্ধদেব, যীশু খ্রীষ্ট, শ্রী শঙ্করাচার্য্য, শ্রী রামানুজাচার্য্য, গুরু নানক, শ্রী চৈতন্যদেব, শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, হাজী ওয়ারেছ আলী শাহ প্রমুখ।

হিন্দু ধর্মের মনীষীদের উপদেশাবলীকে গুরুত্ব দিয়েই তিনি 'ইছলামের বাণী ও পরমহংসের উক্তি' শিরোনামের গ্রন্থটি রচনা করেছেন। এই গ্রন্থে তিনি হজরত মোহাম্মদ (সা.) ও হজরত হাজী ওয়ারেছ আলী শাহ (রহ.) এর উপদেশাবলীর সাথে সাথে শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশাবলী লিপিবদ্ধ করেছেন।

তিনি খোদাভক্তদের গুরুত্ব বুঝাতে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের একটি প্রবাদ তাঁর 'আমার শিক্ষা ও দীক্ষা' গ্রন্থের ২৫ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। উক্তিটি এরূপ: "হিন্দু সাধুদের একটি প্রবাদ-বাক্য আছে, 'ভগবান ভক্তের ভক্ত'। যিনি খোদার প্রিয়, খোদাও তাঁহার প্রিয়। অলি-আল্লাহ খোদার আশেক, আবার খোদাও অলি-আল্লাহর আশেক। দুনইয়ায় এশ্‌ক হইতে অধিকতর মূল্যবান নেয়ামত আর নাই।"

হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এর অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের আরো একটি উদাহরণ হলো, তাঁর এক শিষ্যকে কোনো একটি মনোরম, পুতপবিত্র ও নির্জন স্থানের বর্ণনা দেওয়ার সময় তিনি কৃষ্ণ লীলার উপমা দিয়ে বুঝাতে চেয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি বৃন্দাবনের বায়ু ছিল নির্মল, শ্রীকৃষ্ণ যমুনা তীরের কদম তলায় বসে, সুমধুর সুরে বাঁশি বাজিয়ে তার লীলা সঙ্গীদের ডাকতেন। যমুনা তীরের নির্মল বায়ু ও সুমধুর বাঁশির সুর মিলে এক মোহনীয় পরিবেশ তৈরি হয়। হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) ওই সময়ে যে স্থানে অবস্থান করছিলেন তার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, "এখানকার নিষ্কলঙ্ক পবন সুমধুর তানে মুরলী বাজাইয়া কত তপ্ত বক্ষে কৃষ্ণ গোপীর বিশুদ্ধ লীলার কথা জাগাইয়া দেয়।" (ভক্তের পত্র, পৃষ্ঠা : ৬১)।

উপসংহার

উক্ত আলোচনা ও হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রহ.) রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে সংকলিত গ্রন্থকারের বিষয় ভিত্তিক বক্তব্যগুলো বিশ্লেষণ করলে সহজেই বুঝা যায়, তিনি যেমনিভাবে খোদা, খোদার রাসুল (সা.) ও খোদায়ি কিতাব কোরআন শরিফকে ভালোবাসতেন, তেমনিভাবে ভালোবাসতেন আল্লাহর সকল সৃষ্টিকে। তার কাছে কোনো মানুষ ছোট বড়, উঁচু নিচু, পবিত্র ও অস্পৃশ্য ছিল না। জাতি, ধর্ম, বর্ণ গোত্র নির্বিশেষে সকলকে তিনি সমান চোখে দেখতেন। তিনি ভাবতেন আমরা সকলে আদম সন্তান, স্রষ্টা একই মাটি দিয়ে একই উদ্দেশ্যে নিজের হাতেই মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীতে এসে যদি কেউ বিপথে চালিত হয়, সেটির বিচারের দায়িত্ব আল্লাহ নিজের হাতেই রেখেছেন। তিনি বিপদগামীকে শাস্তি দিতে পারেন আবার ক্ষমাও করতে পারেন। এসব বিষয় নিয়ে আমাদের ভাববার কিছু নাই। আমাদের ভাববার বিষয় হলো- আল্লাহ সকল মানুষকে সমান মর্যাদা, সমান বৈশিষ্ট্য ও সমান গুণাবলী দিয়ে, একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সৃষ্টি করেছেন। সকলের সুবিধার জন্য আকাশ বাতাস, পানি, অক্সিজেন, খাদ্য, গাছপালা ইত্যাদি সৃষ্টি করেছেন। তিনি চান দুনিয়ায় মানুষ তার রহমতের কথা স্মরণ করুক এবং দুনিয়াতে ভাই ভাইয়ের মতো মিল মিশে বসবাস করুক। নবীজী (সা.) এরও একই অভিপ্রায়। তাহলে জ্ঞান বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ হয়ে আমরা কেনো মানুষে মানুষে বিভেদ করব? আমরা কেনো ভাই-বোনের মতো থাকতে পারব না? আমরা কেনো সবাইকে সমান চোখে দেখতে পারব না? এসব চিন্তা থেকেই হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রহ.) আল্লাহ রসূলের ইচ্ছা পূরণে মানব সমাজে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠার কাজকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এই কাজটি ত্বরান্বিত করতে তিনি তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীতে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন।

হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রহ.) একজন উচ্চ স্তরের সুফি সাধক ছিলেন। তাঁর মনে বিন্দুমাত্র হিংসা, দ্বেষ, অহঙ্কর ও ঘৃণা ছিল না। তিনি মনে প্রাণে চাইতেন, মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি হোক ও দিনে দিনে এর প্রসার লাভ করুক। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন, বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি ইসলামের একটি অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। তাই তিনি বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের প্রসারের জন্য তার রচিত গ্রন্থগুলোতে এ বিষয়টি গুরুত্বের সাথে আলোচনা করেছেন। পাঠকগণও এসব গ্রন্থ পড়ে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের ব্যাপারে দিন দিন সচেতন হচ্ছেন এবং বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের ধারণাটি দিন দিন জনপ্রিয়তা লাভ করছে। ফলে সমাজে অস্পৃশ্যতা ও কুসংস্কারের পরিমাণ দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। তাঁর গ্রন্থাবলী বাঙালি সমাজে ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টিতে বিশেষ অবদান রেখে চলেছে।

হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রহ.) একজন উচ্চ স্তরের সুফি সাধক ছিলেন। তাঁর মনে বিন্দুমাত্র হিংসা, দ্বেষ, অহঙ্কর ও ঘৃণা ছিল না। তিনি মনে প্রাণে চাইতেন, মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি হোক ও দিনে দিনে এর প্রসার লাভ করুক। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন, বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি ইসলামের একটি অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

কাজী আলী রেজা, *পরিচালক, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন*
ও
রঘুনাথ দাস, *ফ্যাকাল্টি মেম্বার, সিনেড*

তথ্যসূত্র:

(১) আমার জীবন-ধারা, হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রহ.)।
(২) আমার শিক্ষা ও দীক্ষা, হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রহ.)।
(৩) আহ্ছানিয়া মিশনের মত ও পথ, হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রহ.)।
(৪) ছুফী, হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রহ.)।
(৫) বিভিন্ন ধর্মের উপদেশাবলী, হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রহ.)।
(৬) ইছলামের বাণী ও পরমহংসের উক্তি, হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রহ.)।
(৭) ভক্তের পত্র, হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রহ.)।
(৮) সৃষ্টিতত্ত্ব, হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রহ.)।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ৬০ বছর পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে ১২ মে ২০১৮ আয়োজিত মিশন প্রতিষ্ঠাতা খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এর দর্শন গবেষণা সেমিনারে উপস্থাপিত

প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছেন প্রতিমন্ত্রী মো. জাকির হোসেন

চাঁদ সুলতানা পুরস্কার পেলেন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো

বাংলাদেশ সরকারের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোকে "চাঁদ সুলতানা পুরস্কার ২০১৮" আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদান করা হয়েছে। ২৭ এপ্রিল ২০১৯ রাজধানীর ধানমন্ডিস্থ আহ্ছানিয়া মিশনের প্রধান কার্যালয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মো. জাকির হোসেন এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ পুরস্কার প্রদান করেন। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মহাপরিচালক তপন কুমার ঘোষ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর পক্ষে এই পুরস্কার গ্রহণ করেন। পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কথা স্মরণ করে বলেন, আমি এই মুহূর্তে আরও একজন মহান মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। তিনি হলেন খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)।

তিনি আরো বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার আগে ও পরে নিরক্ষরতামুক্ত দক্ষ জনশক্তি গড়ার কথা বার বার বলেছেন। যে কাজটি আজ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন করে যাচ্ছে।

তিনি বলেন, ঝরে পড়া শিশুসহ সকল নিরক্ষর মায়ের নিরক্ষরতা দূরীকরণ আমাদের লক্ষ্য। এই লক্ষ্য অর্জনে আপনারা যারা একসাথে কাজ করছেন তাদের সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বুর্যোর মহাপরিচালক তপন কুমার ঘোষ বলেন, সাক্ষরতার সংজ্ঞা বদলে গেছে। আগে স্বাক্ষর দিতে পারলেই হতো কিন্তু বর্তমানে পত্রিকা পড়া, চিঠি লেখা ইত্যাদি বিষয়গুলো যুক্ত হয়েছে। তবে এই সাক্ষরতা অভিযানে জীবিকায়নের দক্ষতার বিষয়টি যোগ করার চেষ্টা চলছে।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) একেএম মাহাবুবুর রহমান জোয়ার্দার।

ঢাকা আহছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক ড. এসএম খলিলুর রহমান, প্রয়াত চাঁদ সুলতানার পরিচিত পাঠ করেন প্রজেক্ট ম্যানেজার ফেরদৌসী আখতার এবং স্মৃতিচারণ করেন উপকরণ উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ উম্মে ফারওয়া ডেইজি। পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের পরিচিত পাঠ করেন মিশনের সিনেড-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শাহনেওয়াজ খান।

উল্লেখ্য উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকা আহছানিয়া মিশন প্রয়াত উপকরণ উন্নয়নবিদ ও সাক্ষরতা কুশলী চাঁদ সুলতানার স্মরণে ২০০১ সালে "চাঁদ সুলতানা পুরস্কার" প্রবর্তন করে। এ পর্যন্ত বিবিধ ক্ষেত্রে অনবদ্য অবদানের জন্য ১০জন ব্যক্তি ও ৭টি প্রতিষ্ঠানকে এ পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর পরিচিতি

সংবিধানের ১৭নং অনুচ্ছেদে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এই লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে আসছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় প্রথমে ইনফেপ ও পরবর্তীতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর গঠিত হয়। ২০০৫ সালে সরকারের রাজস্ব খাতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো প্রতিষ্ঠিত হয়। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর আওতায় বর্তমান সরকারের মেয়াদে শিক্ষা বিস্তারের বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণের ফলে সাক্ষরতার হার ৭২.৯ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ৩ কোটি ২৫ লাখ নিরক্ষর নারী পুরুষ রয়েছে। এ বিপুল জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরতা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

১৯৭৩ সালে সকলের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ ও অবৈতনিক করেন।

সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন কর্মসূচির (পিএলএম) মাধ্যমে ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সালের মধ্যে প্রায় ১ কোটি ৮০ লক্ষ নিরক্ষরকে সাক্ষরতা প্রদান করা হয়। এ বিশাল অর্জনের জন্য বাংলাদেশ ইউনেস্কো কর্তৃক প্রদত্ত আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা পুরস্কার ১৯৯৮ লাভ করে। সাক্ষরতা উত্তর অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প ১ ও ২ এর মাধ্যমে ১১-৪৫ বছর বয়সী ২১.৭০ লক্ষ নব্য সাক্ষর ও প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের জীবিকায়ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং প্রশিক্ষণ শেষে প্রায় ৪ লাখ ৩৫ হাজার ৬২২ জন শিক্ষার্থী আয় সৃজনী কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত হয়। তাছাড়া ২০০৮-২০১৪ সালের মধ্যে ১০-১৪ বছর বয়সী ১ লাখ ৪৬ হাজার ৯৮২ জন কর্মজীবী শিশুকে জীবন দক্ষতা ভিত্তিক মৌলিক সাক্ষরতা প্রদান এবং ১৩+ বয়সী ১৭ হাজার ৪৬০ জন শিক্ষার্থীকে জীবিকায়ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য প্রাইমার, প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, নির্দেশিকা ও অসংখ্য অব্যাহত শিক্ষা উপকরণ প্রণয়নে নেতৃত্ব দেয়ায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর অবদান বিশেষভাবে প্রশংসিত।

উদ্বোধনী অধিবেশনে বক্তব্য বলছেন ড. এসএম খলিলুর রহমান

অনলাইনে উন্মুক্ত শিক্ষা উপকরণ

চিন্ময় মুৎসুদ্দী

অনলাইনে উন্মুক্ত শিক্ষা উপকরণ নিয়ে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হলো সম্প্রতি ঢাকায়। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের 'সেন্টার ফর ইনটারন্যাশনাল এডুকেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট (সিআইএনইডি)' কর্মশালাটির উদ্যোক্তা। মিশনের প্রধান কার্যালয়ের অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত দুই দিনব্যাপী এ কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য ছিল ওপেন এ্যডুকেশনাল রিসোর্সেস (ওপিআর) বা উন্মুক্ত শিক্ষা উপকরণ বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে ডামের ওইআর নীতিমালার উন্নয়ন সাধন।

এ সময়ের জ্ঞানচর্চায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করছে ওইআর। বলা যায় শিক্ষা ও শিক্ষাদান বিষয়ে ওইআর বিশ্বে একটা বিপ্লব নিয়ে এসেছে। এটি বিনামূল্যে এবং খোলাখুলিভাবে প্রাপ্ত লাইসেন্সযুক্ত শিক্ষা উপকরণ যা শিক্ষাদান, শিক্ষা, গবেষণা এবং অন্যান্য অনেক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে।

পাশ্চাত্যে ওইআর এখন বহুল আলোচিত বিষয়। ওইআর মানে শিক্ষা বিষয়ে নানাভাবে অর্জিত জ্ঞান ও উপকরণ সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া বা একের উপকরণ অন্যের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া। একাধিক সংস্থা এর সংজ্ঞা দিয়েছে। তিনটি সংজ্ঞা এখানে উল্লেখ করছি। ইউনেস্কো; দ্য উইলিয়াম ও ফ্লোরা হিউলেট ফাউন্ডেশন; এবং ওইসিডি (অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংস্থা) ওইআর-কে দেখছে এভাবে :

"পাবলিক ডোমেইন-য়ে রাখা ওপেন লাইসেন্স এর অধীনে মুক্ত করা ডিজিটাল বা নন ডিজিটাল শিক্ষা, এবং গবেষণা উপকরণ যা বিনামূল্যে দেখতে, ব্যবহারে, অভিযোজনে এবং পুনরায় বিতরণে সীমিত নিষেধাজ্ঞা সহ বা কোনো নিষেধাজ্ঞা ছাড়া মুক্ত।" (ইউনেস্কো); "ওইআর হলো সেইসব শিখন, শিক্ষা, এবং গবেষণা সম্পদ যা পাবলিক ডোমেইনে থাকে এবং বুদ্ধিজীবী সম্পত্তি লাইসেন্সের অধীনে মুক্ত করা হয়েছে বিধায় তা অন্যরা বিনামূল্যে ব্যবহার করতে পারেন। ওইআরে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে পূর্ণাঙ্গ কোর্স, কোর্স উপকরণ, মডিউল, পাঠ্যপুস্তক, স্ট্রিমিং ভিডিও, সফ্টওয়্যার, এবং অন্যান্য হাতিয়ার, উপকরণ বা কৌশল যা জ্ঞান আহরণে সহায়তা করে।" (দ্য উইলিয়াম ও ফ্লোরা হিউলেট ফাউন্ডেশন); "শিক্ষাবিদ, শিক্ষার্থী এবং স্ব-শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত রাখা ডিজিটাইজড উপকরণ যা বিনামূল্যে গ্রহণ করে নিজের জন্য ব্যবহার বা অন্যকে শেখানো ও গবেষণার কাজে পুনঃব্যবহার করা যায়। ওইআরে রয়েছে শেখার বিষয়বস্তু, কনটেন্ট বিতরণ, ব্যবহার ও উন্নয়নের জন্য সফ্টওয়্যার সরঞ্জাম এবং বাস্তবায়ন সম্পদ যেমন খোলা লাইসেন্স।" (ওইসিডি : অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংস্থা)

বর্তমান দুনিয়ার প্রতিযোগিতার বাজারে সাশ্রয়ী খরচে শিক্ষাদান-শেখার উপাদানে বিস্তৃত সুযোগ থাকা প্রত্যাশিত অনুকূল শিক্ষা ফলাফলের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার মান উন্নত করার জন্য, পুনঃব্যবহার, পুনর্বিবেচনা, রিমিক্স এবং শিক্ষাগত রিসোর্স পুনরায় বিতরণ করা খুবই জরুরি এবং বিশ্বজুড়ে তা অনুশীলন করা হচ্ছে। জ্ঞান অর্জনে এটি নতুন একটি সুযোগ।

এ ক্ষেত্রে অনুমতির ধরনটাও নতুন এবং গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণ কপিরাইট আইনের ব্যবহার এর মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত করবে। এটি বোঝার ব্যাপারটাও সহজ নয়। কপিরাইটে

বিধিনিষেধের বেড়াজাল খুব বেশি। সে কারণে ক্রিয়েটিভ কমন লাইসেন্সের আওতায় এসব ডকুমেন্ট উন্মুক্ত করা হলে জ্ঞান অর্জনে অংশীদার হওয়া সহজ হবে। ক্রিয়েটিভ কমন লাইসেন্স পদ্ধতি জটিল নয় এবং সবার পক্ষে বোঝা সহজ। কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য নয়, তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে লাইসেন্সে। একাধিক স্তর রয়েছে এ প্রক্রিয়ায়, যেমন উদ্ধৃত করা যাবে কিনা, পুনঃব্যবহারের সীমা কতদূর, বাণিজ্যিক ব্যবহার সম্ভব কিনা, ইত্যাদি। প্রত্যেক ডকুমেন্টের সাথে লাইসেন্সের স্ব স্ব ধরনের লোগো প্রদর্শন করা হয় বলে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে ওইআর বিষয়ে মানুষের আগ্রহ বেড়েছে। অনেকেই ইতিমধ্যে নানাভাবে ব্যবহার করছেন।

এই ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদা বিবেচনা করে, ডাম তার শিক্ষা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য একটি ওপেন এডুকেশনাল রিসোর্স (ওইআর) নীতি প্রণয়ন করেছে। এই ওইআর নীতির অধীনে ডাম ওইআর রেপজিটরির একটি কাঠামো তৈরি করেছে, ওইআর এবং ঢাকা আহছানিয়া মিশনের অভিযাত্রার ছয় দশক ধরে রচিত উন্নত বিশাল শিক্ষা সম্পদ উপকরণগুলোর দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও অর্থবহ বিনিময়ের জন্য।

এরই ধারাবাহিকতায় আয়োজিত কর্মশালাটির সহযোগিতায় এগিয়ে আসে কমনওয়েলথ অব লার্নিং (সিএল)। ওইআর নীতির উন্নয়নের জন্য দুই দিনের কর্মশালার ওইআর নীতির বাংলাদেশ প্রেক্ষিতে আরও উন্নয়নের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত দুই দিনের এই কর্মশালায় অংশ নেন ডামের বিভিন্ন বিভাগের প্রধান, সিনিয়র ম্যানেজার এবং প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা।

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিওইউ) স্কুল অফ বিজনেস ফ্যাকাল্টির ডিন অধ্যাপক মোস্তফা আজাদ কামাল এবং সিআইএনইডির সিইও শাহনেওয়াজ খান কর্মশালাটি যৌথ ভাবে পরিচালনা করেন। কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহছানিয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক ড. এসএম খলিলুর রহমান, নির্বাহী পরিচালক ড. এম এহসানুর রহমান। উদ্বোধনী অধিবেশনে ড. এসএম খলিলুর রহমান বলেন, ডাম একটি মানবসেবা সংস্থা। এর প্রতিষ্ঠাতা খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার ধ্যান-জ্ঞান ছিল মানবসেবা। ওইআর আসলে এক ধরনের মানবসেবাই। একজনের অর্জিত জ্ঞান অন্যের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়াতো মহানুভবতাই। একই অধিবেশনে ড. এম এহছানুর রহমান বলেন, ওইআর অনলাইনে একটি বিশাল সম্পদ। বর্তমান বিশ্বে শিক্ষার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে ওইআর। এই সময়ে জ্ঞানভিত্তিক শিক্ষালাভ ও সমাজ গঠনে ওপেন এডুকেশন রিসোর্স রেপজিটরির গুরুত্ব তাই অপরিসীম। আমরা সভ্যতার এই নতুন অনুসন্ধিৎসার সুযোগ তৈরির উদ্যোগের সঙ্গে থাকতে চাই। সিআইএনইডির সিইও শাহনেওয়াজ খান কর্মশালার আদর্শ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, গত ৬০ বছরের অভিযাত্রায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা উপকরণ তৈরি করেছে। এসব উদ্ভাবন শিক্ষা জগতে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। শিক্ষা উপকরণ ছাড়াও রয়েছে মিশনের পত্রিকা, বিভিন্ন ধরনের প্রকাশনা এবং অন্যান্য ডকুমেন্ট। অনলাইনে ওইআর রেপজিটরি-তে এসব উপকরণ বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের মানুষ পেলে তারাও উপকৃত হবেন।

ওইআর জগতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সংযুক্তি দেশের শিক্ষা জগতে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে।

এই ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদা বিবেচনা করে, ডাম তার শিক্ষা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য একটি ওপেন এডুকেশনাল রিসোর্স (ওইআর) নীতি প্রণয়ন করেছে। এই ওইআর নীতির অধীনে ডাম ওইআর রিপজিটরির একটি কাঠামো তৈরি করেছে, ওইআর এবং ঢাকা আহছানিয়া মিশনের অভিযাত্রার ছয় দশক ধরে রচিত উন্নত বিশাল শিক্ষা সম্পদ উপকরণগুলোর দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও অর্থবহ বিনিময়ের জন্য।

কর্মশালায় মতবিনিময়

চিন্ময় মুৎসুদ্দী, মিডিয়া কন্সালট্যান্ট, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

নারীর ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

ফেরদৌসী আখতার

নারী দিবসের আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষাবিদ ও সমাজ সংস্কারক হজরত খান বাহাদুর আহ্ছানউল্লা ১৯৫৮ সালে প্রতিষ্ঠা করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। তিনি জেন্ডার সমতা সম্পর্কে বলেছেন, 'খোদার অভিপ্রেত নহে যে, মানবজাতির অর্ধাংশ (নারী) অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকিয়া কেবল গার্হস্থ্য কার্যে নিয়োজিত থাকিবে। তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে, পুরুষের কার্যে সহায়তা করিতে হইবে, রাজনীতি ক্ষেত্রে যোগদান করিতে হইবে, শাসন বিভাগে অংশী হইতে হইবে, দেশ রক্ষার জন্য সহায়তা করিতে হইবে'।

নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের রয়েছে অবিস্মরণীয় ভূমিকা ও তাৎপর্য। ১৮৫৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি, শ্রমঘণ্টা ১৬ থেকে কমিয়ে ৮ ঘণ্টা নির্ধারণ এবং কর্মপরিবেশ উন্নয়নসহ নানা দাবি ও আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এ দিবসটির সূত্রপাত হয়। এ আন্দোলনের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে আরও নানা জায়গায়। বিভিন্ন আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯১০ সালে সমাজতান্ত্রিক নারী নেত্রী ক্লারা জেটকিনের প্রস্তাবক্রমে এ দিনটিকে সারা বিশ্বে 'নারী দিবস' হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জাতিসংঘ ১৯৭৫ সালের ৮ মার্চ প্রথমবার আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। মূলত নারী দিবসের প্রেরণা থেকেই নারী আন্দোলন বিকশিত হয়েছে এবং এ ধারাবাহিক আন্দোলন-সংগ্রামের ফলেই বিভিন্ন দাবি-দাওয়া আদায় করা সম্ভব হয়েছে।

এ বছর আন্তর্জাতিকভাবে Balance for Better-এর প্রচারণা চলছে। এর ধারাবাহিকতায় নারী দিবস-২০১৯ আন্তর্জাতিকভাবে 'Think equal, build smart, innovate for change' এ থিম সামনে রেখে তথ্যপ্রযুক্তির নানা ধরনের উদ্ভাবনীতে প্রবেশাধিকার বৃদ্ধির মাধ্যমে নারীকে অর্থনীতি, সামাজিক, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ বাড়ানো, নারীর ক্ষমতায়ন, নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করা এবং জেন্ডার সমতা আনয়নে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। বর্তমান সরকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, সামাজিক সুরক্ষা ও বিচার সব ক্ষেত্রে প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে নারীর উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন, নারীর প্রতি বৈষম্য ও নির্যাতন প্রতিরোধে কাজ করছে। রয়েছে নির্যাতন প্রতিরোধে হেলপ লাইন, আশ্রয়কেন্দ্র, স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল, ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে রয়েছে তথ্যসেবা কেন্দ্র, ডিজিটাল সেন্টার, জেলা তথ্য বাতায়ন, স্কুল ও কলেজে রয়েছে মাল্টিমিডিয়া লার্নিংয়ের ব্যবস্থা এবং মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমে নানা

> ২০১০ সালে মেয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির হার ছিল ৯৭.৬ শতাংশ এবং ছেলে শিক্ষার্থীর ভর্তির হার ছিল ৯২.২ শতাংশ, ২০১৫ সালে তা বেড়ে ভর্তির হার ৯৮.৮ শতাংশ মেয়ে শিক্ষার্থী এবং ৯৭.১ শতাংশ ছেলে শিক্ষার্থী (ব্যানবেইজ রিপোর্ট, ২০১৫)।

ধরনের সেবায় অভিগম্যতা ও ব্যবসার সুযোগ তৈরি হয়েছে। যেখানে নারীর অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা, সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা, জনসাধারণের সেবামূলক এবং টেকসই অবকাঠামোগুলোতে নারীর প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি করে নারীর ক্ষমতায়ন, জেন্ডার বৈষম্য দূর করা ও জেন্ডার সমতা আনা।

নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে আমরা উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছি। প্রাথমিক পর্যায়ে মেয়ে শিক্ষার্থীর ভর্তির হার অনেক বেড়েছে। ২০১০ সালে মেয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির হার ছিল ৯৭.৬ শতাংশ এবং ছেলে শিক্ষার্থীর ভর্তির হার ছিল ৯২.২ শতাংশ, ২০১৫ সালে তা বেড়ে ভর্তির হার ৯৮.৮ শতাংশ মেয়ে শিক্ষার্থী এবং ৯৭.১ শতাংশ ছেলে শিক্ষার্থী (ব্যানবেইজ রিপোর্ট, ২০১৫)। বর্তমানে জাতীয় বাজেটের ২৭ শতাংশ নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নের জন্য বরাদ্দ ধরা হয়েছে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ ৩৪ শতাংশ। বিচার, প্রশাসন, সেনাবাহিনী এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার পদের ১০ শতাংশ নারীর জন্য সংরক্ষিত। ৬০ শতাংশ প্রাইমারি শিক্ষক পদে নারীর নিয়োগ। এছাড়া রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নারীরা অধিষ্ঠিত হচ্ছেন। নিজেদের মতামত ব্যক্ত করার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপ্তি বেড়েছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো ঘরে-বাইরে, সব ক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নারী তার অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছে। কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে নারীদের দক্ষতা-সক্ষমতাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া হয় না। আজও বিভিন্ন ধরনের কাজের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ শ্রমিকের মধ্যে মজুরি বৈষম্য বিদ্যমান। কর্মজীবী নারীদের জন্য তেমন কোনো সুরক্ষা নেই। নেই মাতৃত্বকালীন সুযোগ-সুবিধা। গৃহকর্মে নিয়োজিত নারীরা শ্রমিক হিসেবে বিবেচিত হন না। কর্মক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত তাদের হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার হতে হয়। সন্তানসম্ভবা হলে এখনও অনেক নারী শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়। এগুলো নারী-পুরুষ সমতার ক্ষেত্রে বড় অন্তরায়। নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য, অবজ্ঞা, উপেক্ষা আর নির্যাতনের মানসিকতা নির্মূল করেই সম্ভব একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা। আর এজন্য সবার আগে বদলাতে হবে আমাদের গতানুগতিক পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা, পুরোনো ধ্যানধারণা, আইন, নীতি ও মূল্যবোধ। প্রতিষ্ঠা করতে হবে আইনের শাসন ও রাষ্ট্রের জবাবদিহিতা।

প্রতিষ্ঠাতার জেন্ডার সমতার ভাবনা থেকেই ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের একটি জেন্ডার পলিসি তৈরি করা হয়েছে। জেন্ডার একটি ক্রসকাটিং বিষয়, যা ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কৌশলপত্র ২০১৫-২৫ এ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সব কার্যক্রমে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে এ জেন্ডার সমতার বিষয়টি প্রতিফলিত হয়।

নারী দিবসের আলোচনায় ফেরদৌসী আখতার

প্রতিষ্ঠাতার জেন্ডার সমতার ভাবনা থেকেই ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের একটি জেন্ডার পলিসি তৈরি করা হয়েছে। জেন্ডার একটি ক্রসকাটিং বিষয়, যা ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কৌশলপত্র ২০১৫-২৫ এ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সব কার্যক্রমে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে এ জেন্ডার সমতার বিষয়টি প্রতিফলিত হয়। ১৫ সদস্যবিশিষ্ট জেন্ডার সেল, যেখানে নারী-পুরুষ সদস্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সেক্টর, ইউনিট ও বিভাগের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে মাঠপর্যায়ে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বিভাগের জেন্ডার বিষয়ক কার্যক্রম, তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও মনিটরিংয়ের জন্য রয়েছে জেন্ডার ফোকাল ও অল্টারনেটিভ জেন্ডার ফোকাল। 'জিরো টলারেন্স' পলিসি যেখানে নারী সহকর্মীকে শারীরিক, মানসিক ও যৌন হয়রানি বন্ধে রয়েছে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা এবং এন্টি হ্যারাসমেন্ট পলিসি। এছাড়া রয়েছে জেন্ডার রোড ম্যাপ ২০১৫-২৫ এবং এর ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি জেন্ডার কর্মপরিকল্পনা। এ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে জেন্ডার সেলের সব সদস্য, জেন্ডার ফোকাল এবং অলটারনেটিভ জেন্ডার ফোকালরা জেন্ডার বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন এবং নিজস্ব প্রতিষ্ঠান, বিভাগ সেক্টর ও ইউনিটের জেন্ডার বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা তৈরি করেছেন এবং তা বাস্তবায়ন করছেন।

বর্তমানে জেন্ডার ই-লার্নিংয়ের বিষয়ে একটি মডিউল তৈরি হচ্ছে; যে মডিউল অনুযায়ী একজন ব্যবস্থাপক জেন্ডার রেসপনসিভ কর্ম পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন হবে, জেন্ডার বৈষম্য ও নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধ করবে এবং কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা অর্জনে কাজ করবে। বর্তমানে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনে নারী কর্মীরা উন্নয়ন ও সক্ষমতা অর্জনের জন্য দেশ-বিদেশে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করছে। বিভিন্ন কমিটিতে নারী কর্মীর অংশগ্রহণ বেড়েছে। নির্যাতনের শিকার নারী, মানব পাচার, বাল্যবিয়ের শিকার, হারানো এবং এতিম শিশু ও নারীদের জন্য রয়েছে আশ্রয়কেন্দ্র। এছাড়া মাদকাসক্ত যুব নারী ও পুরুষের জন্যও রয়েছে নিরাময়কেন্দ্র। এছাড়াও দরিদ্র ও অসহায় নারী, কিশোরী ও যুবকদের জন্য রয়েছে ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার। আরও রয়েছে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়। এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নারী, পুরুষ, যুবক, কিশোর, কিশোরী ও শিশুদের শিক্ষা, দক্ষতা ও জীবন-জীবিকা উন্নয়ন ও সক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে জেন্ডার সমতা অর্জনে কাজ করছে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনে নারীর ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে নারী-পুরুষ সমতাভিত্তিক কর্মপরিবেশ তৈরির জন্য কিছু অঙ্গীকার করি ও বাস্তবায়নে উদ্যোগী হই।

- ২০২১ সালের মধ্যে সব স্তরে নারী কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা।
- নারী কর্মীদের মাতৃত্বকালীন ছুটি ও অন্যান্য সুবিধা বৃদ্ধি করা।
- সব কর্মক্ষেত্রে কর্মজীবী মায়ের শিশুর নিরাপদ অবস্থানের জন্য ডে কেয়ার সুবিধা রাখা।
- নারী সহকর্মীর প্রতি শারীরিক, মানসিক ও যৌন হয়রানি বন্ধে মিশনের 'জিরো টলারেন্স' নীতির সঠিক বাস্তবায়ন করা।

আসুন আমরা 'ন্যায্যতা, উদ্ভাবন ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব সুযোগ গ্রহণ করে নারী-পুরুষ সমতার সমাজ গড়ে তুলি।'

ফেরদৌসী আখতার, সমন্বয়কারী, জেন্ডার সেল, ডাম

২৫ মে ২০১৯ অনুষ্ঠিত গোলটেবিল আলোচনায় জাকাতের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ গুরুত্ব পায়

জাকাত ব্যবস্থাপনা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

মৌসুমী ইসলাম

'আল্লাহ তোমাকে ধনীর কাতারে সামিল করেছেন, অর্থবিত্ত দিয়েছেন- তোমাকে কিন্তু গরিবের কাতারেও সামিল করতে পারতেন। এই যে গ্রহণকারীর হাত না বানিয়ে, তোমাকে দানকারীর হাত বানালেন এই যে তোমাকে সম্মান দিল; তুমি তোমার সম্পদ দান করে সেই প্রতিদান দাও।'

জাকাতের গুরুত্ব এভাবেই তুলে ধরেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক ড. মো. আবদুল কাদির। তার মতে, দারিদ্র্য নির্মূল এবং বৈষম্য কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে কার্যকর পন্থার নাম জাকাত। শুধু এই চিন্তাবিদই নন– অর্থনীতিবিদ, সমাজসেবক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী থেকে শুরু করে সবাই মনে করেন, ইসলামে জাকাত অপরিহার্য; আর এতেই আসতে পারে অর্থনৈতিক মুক্তি।

সাধারণত নির্ধারিত সীমার অধিক সম্পত্তি হিজরি এক বছর ধরে থাকলে মোট সম্পত্তির ২.৫ শতাংশ বা ১/৪০ অংশ বিতরণ করতে হয়। ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের মধ্যে হজ এবং জাকাত শুধুমাত্র শর্তসাপেক্ষ যে, তা সম্পদশালীদের জন্য ফরজ বা আবশ্যিক হয়। পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরআনে 'জাকাত' শব্দের উল্লেখ এসেছে ৩২ বার। নামাজের পরে সবচেয়ে বেশি বার উল্লেখ করা হয়েছে জাকাতের নাম। জাকাতের অর্থ দাবিদার মূলত আট শ্রেণির মানুষ। এরা হলেন– ভিক্ষুক, মিসকিন, জাকাতের অর্থ সংগ্রাহক ব্যক্তি, নব মুসলিম, ক্রীতদাস থেকে মুক্তি, ঋণগ্রস্ত, অসহায় মুসাফির এবং দ্বীন প্রচারের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি।

> জাকাতের মাধ্যমে বছরে ৩০ হাজার কোটি টাকা আদায় সম্ভব। এ তহবিল ব্যবহার করে বঞ্চিত মানুষের সচ্ছলতা নিশ্চিত করা যায়। আর এ অর্থায়ন নিশ্চিত হলে কমবে বৈষম্য, বেগবান হবে দারিদ্র্যবিমোচন কর্মসূচি।

জাকাত অর্থ সম্পদের বন্টন; এটি বিজ্ঞান সম্মত ব্যবস্থা। ইসলাম মনে করে, ধনীর সম্পদের ওপর গরিবের হক আছে। তাই ধনী করুণার সঙ্গে তার সম্পদ বণ্টন করবে না, তার হক তার অধিকারকে দেবে। বলা হচ্ছে, একজন ব্যক্তি তার ১০০ টাকার প্রকৃত মালিক সাড়ে ৯৭ টাকা। আড়াই টাকাই গরিবের হক। গরিবের আড়াই টাকাই জাকাত। না দিলে সাড়ে ৯৭ টাকা পবিত্র হবে না। জাকাত না দিলে আল্লাহর দৃষ্টিতে এই টাকা অবৈধ; এতে কল্যাণ নেই। আড়াই টাকা দিলে সাড়ে ৯৭ টাকার সম্পদ আরও বাড়বে। আয়ের মধ্যে কোনো জটিলতা থাকলে পরিষ্কার হবে, রহমতময় হবে।

জাকাত ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের লক্ষ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কর্মতৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনার জন্য মিশনের উদ্যোগে দুটি সেমিনার ও গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হয়।

সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয় ৬ মে ২০১৭ রাজধানীর ফার্মগেট এলাকায় ডেইলি স্টার ভবনের এ এস মাহমুদ সেমিনার হলে 'মানবতার সেবায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন' শিরোনামে সভার মূল প্রতিপাদ্য ছিল 'জাকাত করুণা নয়–অধিকার'।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, জাকাত আদায় মানে ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেওয়া নয়। জাকাত আদায় মানে দরিদ্রকে স্বাবলম্বী হতে সহায়তা করা।

জাকাতের অর্থে কোনো ব্যক্তির উপকার হলো কি না, তা পর্যবেক্ষণ করা অত্যন্ত জরুরি। তা না হলে জাকাতের সঠিক ব্যবহার হবে না। এজন্য কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান বা ইনস্টিটিউশনের মাধ্যমে জাকাত আদায় করা উত্তম।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলমের সভাপতিত্বে সেমিনারে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির সভাপতি হাফেজ আহমেদ মজুমদার, বাংলাদেশ উইমেন'স চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির প্রেসিডেন্ট সেলিমা আহমেদ এবং ইমাম সমিতির যুগ্ম মহাসচিব শাইখ মো. ওসমান গণি। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের জনসংযোগ বিভাগের পরিচালক কাজী আলী রেজা অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন। স্বাগত বক্তব্য দেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক ড. এম এহ্ছানুর রহমান। অনুষ্ঠানে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত ভিক্ষুক পুনর্বাসন কেন্দ্র থেকে পুনর্বাসিত তিনজন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, আহ্ছানিয়া মিশন শিশু নগরীর দুই শিশু এবং আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার ও জেনারেল হসপিটাল থেকে চিকিৎসাপ্রাপ্ত এক নারী তাদের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেন। এ সময় মিশন পরিচালিত চারটি প্রকল্পের কার্যক্রম পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে দেখানো হয়।

এদিকে ২৫ মে ২০১৯ হজ ফাইন্যান্স কোম্পানি লিমিটেডের পৃষ্ঠপোষকতায় রাজধানীর ধানমন্ডিতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ আয়োজিত 'অর্থনৈতিক ন্যায্যতায় ও টেকসই উন্নয়নে জাকাতের ভূমিকা' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনায় এমন তাগিদ উঠে আসে। এতে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট আলহাজ কাজী রফিকুল আলম। এছাড়া ধারণা বক্তব্য তুলে ধরেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সাবেক চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ। দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক কাজী আলী রেজার সঞ্চালনায় গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়ে আলোচনায় অংশ নেন সেন্টার ফর জাকাত ম্যানেজমেন্টের সিইও ড. মোহাম্মাদ আইয়ুব মিয়া, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক ড. এম এহছানুর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আবদুর রশীদ, বঙ্গভবন জামে মসজিদের ইমাম ও খতিব হজরত মাওলানা সাইফুল কবির, গাউসুল আজম

জাকাতের অর্থে পুনর্বাসিত এক ভিক্ষুকের অনুভূতি

জামে মসজিদের ইমাম হাফেজ মাওলানা নুরুল হক, সিলেকশন টেকনোলজির সিইও মো. রায়হান উদ্দিন খান, হজ ফাইন্যান্স কোম্পানি লিমিটেডের নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মাদ লকিয়ত উল্লাহ, আহ্ছানিয়া ইনস্টিটিউশন অব সুফিজমের সহকারী অধ্যাপক মুফতি শেখ মোহাম্মাদ উসমান গণি, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক ড. এসএম খলিলুর রহমান, হজ ফাইন্যান্সের

নিজের কথা বলছেন শিশু নগরীর শিশু

ডিএমডি মসিউদ্দৌলা প্রমুখ। এ অনুষ্ঠানে জাকাতের অর্থে পুনর্বাসিত কয়েকজন নারী, পুরুষ, শিশু তাদের অনুভূতির কথা জানান।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, জাকাতের মাধ্যমে বছরে ৩০ হাজার কোটি টাকা আদায় সম্ভব। এ তহবিল ব্যবহার করে বঞ্চিত মানুষের সচ্ছলতা নিশ্চিত করা সম্ভব। আর এ অর্থায়ন নিশ্চিত হলে কমবে বৈষম্য, বেগবান হবে দারিদ্র্যবিমোচন কর্মসূচি। দারিদ্র্যবিমোচনে জাকাতই কার্যকর উত্তম ব্যবস্থা। জাকাত সমাজে ন্যায্যতা বাড়ায়। উত্তোলনকৃত জাকাতের অর্থের সঠিক বণ্টন নিশ্চিত করা দরকার।

গোলটেবিল বৈঠকে জাকাতের সম্ভাবনা, অর্থনৈতিক গুরুত্ব, দারিদ্র্যবিমোচনে ভূমিকা, সরকারি উন্নয়ন পরিকল্পনায় সম্পৃক্ততা, সঠিক ব্যক্তি নির্ধারণ, মনিটরিংসহ নানাদিক গুরুত্ব পায়। আলোচকরা বলেন, দারিদ্র্যবিমোচনে জাকাতই কার্যকর উত্তম ব্যবস্থা। জাকাত সমাজে ন্যায্যতা বাড়ায়। তবে ইসলামের এ ফরজ ইবাদতের সঠিক ব্যবস্থাপনা দরকার।

মিশনের গোলটেবিল বৈঠকে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। বক্তারা বলেছেন, জাকাতের অর্থ ব্যবহারে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান এবং খাত চিহ্নিত করতে হবে। অপরিকল্পিতভাবে জাকাত ফান্ড ব্যবহার করার কারণে যথার্থ সুফল মিলছে না। সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম এবং বেসরকারি খাতের অর্থায়ন উৎস হিসেবেও ভূমিকা রাখতে পারে এ দুই মাধ্যম। বলা হয়, রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত জাকাত ফান্ডে অর্থ দেওয়ার ক্ষেত্রে অনেকেই উৎসাহ দেখায় না। তবে ব্যক্তিগতভাবে জাকাতের অর্থ দেওয়ার চেয়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো দাঁড় করালে, সমন্বিত পরিকল্পনা নেওয়া সম্ভব। জাকাত প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে মিশনের কর্মপ্রবাহ অব্যাহত রয়েছে।

অনুভূতির কথা বলছেন পুনর্বাসিত এক নারী

জাকাত দেখভাল করার মূল দায়িত্ব রাষ্ট্রের। বণ্টনের ভালো একটি কৌশল দাঁড় করানো প্রয়োজন, যা করা হচ্ছে না। জাকাতের টাকা দিয়ে উপযুক্ত প্রকল্প বানানো হয় না। রাষ্ট্রের প্রকল্পগুলো এমন ভাবে নেয়ার কথা, যাতে দরিদ্ররা স্বাবলম্বী হয়। কিন্তু সেই ভিত্তি দাঁড় করানো হয়নি। দেশে জাকাত ব্যবস্থা শাড়ি লুঙ্গিতে আটকে গেছে। কিন্তু দেওয়া দরকার প্রযুক্তি, স্বাবলম্বী করার নানা উপকরণ। অনেক গবেষণায় দেখা যায়, যদি সকল মানুষের জাকাত রাষ্ট্র নেয়, তাহলে উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রের অন্য তহবিল লাগে না। ১৯৮২ সালে 'জাকাত ফান্ড' করে সরকার। যা ইসলামিক

৬ মে ২০১৭ অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্যরত সেলিমা আহমেদ। (ডান থেকে) হাফেজ আহমেদ মজুমদার, কাজী রফিকুল আলম, ড. এম. এহ্ছানুর রহমান ও কাজী আলী রেজা

ফাউন্ডেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন। কিন্তু একটি সংস্থা বানানো পর্যন্তই সব কিছু আটকে গেছে। এই প্রতিষ্ঠানকে সক্রিয় করার জন্য আইন কানুনের দরকার ছিল, তা হয়নি। জাকাত যে দেয় তার একটি উদ্দেশ্য থাকে, এটি যেন প্রাপকের কাছে পৌঁছায়। কী কাজ হচ্ছে তা যেন সবাই জানতে পারে। কিন্তু তেমন কিছু দেখাতে পারে নাই সরকারের জাকাত ফান্ড।

রাষ্ট্রের এই সংস্থা ১০ বছরে সংগ্রহ করেছে মাত্র ১৮ কোটি টাকা। গেল ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট জাকাত সংগ্রহ হয়েছে ১৭ কোটি ৯৫ লাখ ৬২ হাজার ৭৯৭ টাকা। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে সংগ্রহ হয়েছে ৭৬ লাখ ৯৯ হাজার ৪৭৬ টাকা, বণ্টন হয়েছে ৭২ লাখ ৮ হাজার ১ টাকা। পরবর্তী ২০০৯-১০ অর্থবছরে সংগ্রহের পরিমাণ অনেক বেড়ে যায়। এ বছর জাকাত সংগ্রহ হয়েছে ১ কোটি ৪৬ লাখ ৭২ হাজার ৫৮ টাকা, যার পুরোটাই বণ্টন দেখানো হয়েছে। এর পর ধীর গতিতে বেড়েছে জাকাত সংগ্রহের পরিমাণ। এভাবে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জাকাত সংগ্রহ হয় ৩ কোটি ২১ লাখ ৯৯ হাজার ৫৫৫ টাকা, বণ্টন হয় একই পরিমাণ অর্থ। সর্বশেষ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জাকাত সংগ্রহ হয়েছে ৩ কোটি ২৪ লাখ ২৫ হাজার টাকা। অথচ হিসাব বলছে, জাকাতের মাধ্যমে বছরে আদায় সম্ভব ৩০ হাজার কোটি টাকা।

দীর্ঘদিনেও জাকাত ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হয়নি। রাষ্ট্রের অনেক প্রতিষ্ঠানকে সক্ষম করা হলেও অবহেলিত জাকাত বোর্ড। প্রতিষ্ঠানটি জাকাত সংগ্রহের যে পন্থা গ্রহণ করছে, তা কার্যকর নয়। দেশের সকল মানুষের কাছে জাকাতের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা বা অবহিতকরণে তেমন উদ্যোগ নেই। ফলে সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও লক্ষ্য থেকে পিছিয়ে আছে জাকাত ফান্ড। সরকারি ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে যে যার মতো জাকাত দিচ্ছে। ব্যক্তি উদ্যোগে যেটি হচ্ছে, সেটি হলো প্রত্যেকেই তার নিজস্ব অঞ্চলে একটি বলয় সৃষ্টি করে এটি দিচ্ছেন। কেউ কেউ আছেন 'জাকাতের কাপড়, জাকাতের লুঙ্গি' বানিয়ে দিচ্ছেন। এগুলো করতে গিয়ে পদলিত হয়ে মানুষ মারা যাচ্ছে। জাকাতের কাপড় বিক্রির জন্য দেশে আলাদা বাজার তৈরি হয়েছে। সত্যিকার অর্থে জাকাত আদায় হচ্ছে না। অনেকে আছেন, যে সব কাপড়-চোপড় দিচ্ছেন তা পরার উপযোগী না। অথচ জাকাত দেয়ার সুশৃঙ্খল কাঠামো দাঁড় করিয়ে দিয়েছে ইসলাম। যা কার্যকর হচ্ছে না।

প্রকল্প করে জাকাতের অর্থ ব্যবহার করলে ভালো ফল পাওয়া সম্ভব। অর্থাৎ কাপড়-চোপড় বা খাবার দিয়ে নয়, কিভাবে অর্থ দিয়ে একজন ব্যক্তিকে স্বাবলম্বী করে তোলা যায় সেই কৌশল নেওয়া হচ্ছে না বড় পরিসরে। তবে, অনেক বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান জাকাতের অর্থ নিয়ে তা প্রকল্প করে সঠিক ব্যবহারের উদ্যোগ নিয়েছে। কীভাবে একজন ব্যক্তি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে সেই পথই দেখিয়ে দেয়া হয়। তবে, এই কার্যক্রমের আরও ব্যাপকতা প্রয়োজন। এজন্য সরকারের গাইড লাইন দারকার।

জাকাতের মূল উদ্দেশ্য ধনী গরিবের মধ্যে বৈষম্য দূর করা। অর্থাৎ ধনীর অর্থ গরিবের মধ্যে বণ্টন করা। যাতে সমাজে সমতা সৃষ্টি হয়। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দেশের উন্নয়ন কাঠামোতে জাকাতকে সম্পৃক্ত করা হয়নি। সঠিক কৌশল গ্রহণ করা হলে দেশের ৪ কোটি মানুষকে দারিদ্র্যের কষাঘাত থেকে বের করে আনা সম্ভব। জাতীয়ভাবে সরকারি উন্নয়ন কাঠামোতে জাকাত সম্পৃক্ত করার কথা বলা হচ্ছে বেশ আগ থেকে। এই সুযোগ কাজে লাগানোর কার্যকর ব্যবস্থা হাতে নেওয়া হয়নি। তবে ২০২১ সালে শুরু হবে অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বাস্তবায়নের কাজ। ওই উন্নয়ন এজেন্ডায় জাকাত প্রাতিষ্ঠানিকীরণের ধারণা যুক্ত করা গেলে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব। অর্থাৎ সামগ্রিক উন্নয়ন এজেন্ডায় জাকাতের অর্থ সংগ্রহ এবং তা বণ্টনে জোর দেওয়া গেলে সরকারের সার্বিক উন্নয়ন লক্ষ্য বাস্তবায়ন আরও তরান্বিত হবে। হিসাব বলছে, সঠিকভাবে জাকাত আদায় হলে প্রতি বছর ৪০ হাজার মানুষকে ৭৫ হাজার টাকা দিয়ে তাদের স্বাবলম্বী করা সম্ভব।

মৌসুমী ইসলাম, স্টাফ রিপোর্টার
দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের জাকাত কার্যক্রম

মো. সাইফুল ইসলাম

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলাদেশের দুস্থ ও দারিদ্র্যপীড়িত জনগণের জন্য ব্যাপকভিত্তিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এসব কার্যক্রমের একটি আহ্ছানিয়া মিশন জাকাত তহবিল। ২০০৩ সালে গঠিত এ জাকাত তহবিল স্বল্প পরিসরে শুরু হলেও ধীরে ধীরে মানুষের সেবায় এক অনবদ্য ভূমিকা রেখে চলেছে।

আহ্ছানিয়া মিশন জাকাত তহবিলে প্রাপ্ত অর্থ ইসলামী শরিয়া অনুযায়ী সঠিক খাতে ব্যয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বায়তুল মোকাররাম মসজিদের খতিবের নেতৃত্বে গঠিত শরিয়া কমিটির সার্বিক নির্দেশনায় ২টি সাব-কমিটি রয়েছে। সাব-কমিটিদ্বয় নিয়মিতভাবে প্রয়োজন অনুযায়ী সভায় মিলিত হয়ে সাহায্য প্রার্থীদের আবেদন যাচাই ও প্রকৃত আর্থিক চাহিদা নিরূপণ করে জাকাত তহবিল থেকে বিভিন্ন খাতে জাকাত ব্যয় করার অনুমোদন দিয়ে থাকে।

আহ্ছানিয়া মিশন জাকাত তহবিলে প্রাপ্ত অর্থ একাধিক কার্যক্রমে ব্যয় করা হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের কয়েকটি এখানে উল্লেখ করছি।

দুস্থ পরিবারকে স্বাবলম্বীকরণ

অসহায়, দুস্থ, পারিবারিক ব্যয়-ভার বহনে অক্ষম ব্যক্তি এবং অভিভাবকহীন মহিলাদের স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য প্রয়োজনানুযায়ী এককালীন অনুদান দেয়া হয় এ কর্মসূচির অধীনে।

দুস্থ পরিবারের গৃহ মেরামত ও নির্মাণ

অসহায়, দুস্থ বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে গৃহহীন হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের ঘর মেরামত/ পুনর্নির্মাণের জন্য এককালীন সর্বোচ্চ ২০ হাজার টাকা অনুদান।

দুস্থ রোগীর চিকিৎসা বাবদ

দুস্থ, অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি বা পরিবার, যাদের চিকিৎসা ব্যয়-ভার বহন করার কোনো সংগতি নেই এমন ব্যক্তিদের জন্য প্রয়োজনানুযায়ী আর্থিক অনুদান। ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীদের বেলায় আর্থিক অনুদানের পরিমাণ বেশি হতে পারে।

অনাথ ও গরিব পরিবারের বিবাহ সহায়তা

অসহায়, অক্ষম, ঋণগ্রস্ত অথবা আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল পিতা-মাতার বিবাহযোগ্য কন্যাদের বিবাহের খরচ বাবদ এককালীন ১০ হাজার থেকে ২০ হাজার টাকা অনুদান।

বেকার কিশোর-কিশোরীদের জন্য কারিগরি শিক্ষা

দরিদ্র ও অসহায় পরিবারের বেকার এবং অদক্ষ কাজে নিয়োজিত কিশোর-কিশোরীদের মিশন পরিচালিত দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ৫টি কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সরকার অনুমোদিত ৬ মাস মেয়াদি কারিগরি শিক্ষা কোর্স সমাপ্ত করে চাকরির ব্যবস্থা করার মাধ্যমে তাদের আত্মনির্ভরশীল করা। এ রকম একটি কারিগরি শিক্ষা কোর্সে একজনের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং চাকরির ব্যবস্থা করার জন্য আনুমানিক খরচ ১২ হাজার টাকা।

> আহ্ছানিয়া মিশন জাকাত তহবিলে প্রাপ্ত অর্থ ইসলামী শরিয়া অনুযায়ী সঠিক খাতে ব্যয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বায়তুল মোকাররাম মসজিদের খতিবের নেতৃত্বে গঠিত শরিয়া কমিটির সার্বিক নির্দেশনায় ২টি সাব-কমিটি রয়েছে।

ভিক্ষুক পুনর্বাসন কার্যক্রম

ভিক্ষুক পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত ব্যক্তিদের ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা করে অনুদান দেওয়া হয় এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তারা ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে অনেকটা স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে। এ কার্যক্রমে এ পর্যন্ত ৮০০ জনকে পুনর্বাসিত করা হয়েছে। ভিক্ষুক পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতা আরও বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে।

দুস্থ পরিবারের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা সহায়তা

দরিদ্র এবং অসহায় পরিবারের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা খরচ মেটানোর জন্য স্কুলের শিক্ষার্থীদের বার্ষিক ৭ হাজার টাকা, কলেজের শিক্ষার্থীদের বার্ষিক ১৫ হাজার টাকা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ২৫ হাজার টাকা অনুদান দেয়া হয়

কর্মজীবী পথশিশুদের জন্য বিশ্রাম, শিক্ষা এবং বিনোদন কেন্দ্র

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কর্তৃক পরিচালিত পথশিশুদের জন্য ড্রপ-ইন সেন্টার, যেখানে ফুটপাত/রাস্তা/ বিভিন্ন বাজারে কর্মরত শিশুরা দিনের বেলায় আহার, বিশ্রাম, লেখাপড়া, স্বাস্থ্যসেবা এবং বিনোদনের সুযোগ পায়। প্রতি শিশুর জন্য মাসিক খরচ ১ হাজার ১৫০ টাকা।

সদ্যভূমিষ্ঠ পরিত্যক্ত শিশুদের আশ্রয় কেন্দ্র

মিশন পরিচালিত শিশু পুনর্বাসন কেন্দ্র যেখানে বিভিন্ন কারণে পরিত্যক্ত শিশুদের (যেমন– প্রসবকালীন মা-এর মৃত্যু এবং পরিবারের অন্য কেউ শিশুর দায়িত্ব নিতে অপারগ) একজন মা এর তত্ত্বাবধানে মাতৃস্নেহ দিয়ে লালন-পালন করে মানুষ করে তোলা। প্রতি শিশুর ভরণ-পোষণের জন্য মাসিক খরচ ৩ হাজার টাকা।

আহ্ছানিয়া মিশন শিশু নগরী

হতদরিদ্র যেসব পথশিশু যথাযথ শিক্ষার সুযোগ পেয়ে নিজেকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে পারে না এমন ১০ হাজার দরিদ্র পথ শিশুর খাবার ও বাসস্থানের ব্যবস্থাসহ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মক্ষম ও স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে একটি শিশু নগরীর কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এই শিশু নগরীতে ১০টি শিশু গ্রামে প্রতিটিতে এক হাজার শিশুকে স্বাবলম্বী করার ব্যবস্থা থাকবে। এলক্ষ্যে পঞ্চগড় জেলায় ৩২৫ বিঘা জমি কেনা হয়েছে এবং বর্তমানে সেখানে ২৫৩ শিশু বেড়ে উঠছে। জাকাত তহবিলের কিছু অংশ এসব শিশুর বার্ষিক ভরণ-পোষণে ব্যয় করা হয়।

হোমিও দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালনা

ঢাকা সিটি করপোরেশনের মোহাম্মদপুর, রায়েরবাজার, ইসলামবাগ, আবদুল হালিম কমিউনিটি সেন্টার এবং মাতুয়াইল ইউনিয়ন পরিষদ সেন্টারে মিশন পরিচালিত হোমিও চিকিৎসালয় রয়েছে, যেখানে গরিব রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা, পরামর্শ এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ দেওয়া হয়। এ রূপ একটি কেন্দ্রের এক মাসের খরচ গড়পড়তা ২৫ হাজার টাকা। এছাড়াও জাকাত পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিদের বিবিধ প্রয়োজনে আর্থিক সাহায্য করা হয়।

মো. সাইফুল ইসলাম, জনসংযোগ কর্মকর্তা, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

এখন তারা ভিক্ষা করেন না।

ভিক্ষুক পুনর্বাসন কার্যক্রম

কৃষিবিদ মো. নিয়ামুল কবীর

এদেশে বিচিত্র কৌশলধারী বহুধরনের ভিক্ষুক দেখা গেলেও কারণভেদে এদের ছয়ভাগে ভাগ করা যেতে পারে যেমন-
প্রকৃত ভিক্ষুক, কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট ভিক্ষুক, এককালীন/মৌসুমি ভিক্ষুক, উত্তরাধিকারী ভিক্ষুক, ব্যবসায়ী ভিক্ষুক। সুতরাং বলা যায়, প্রথমোক্ত তিন প্রকার ভিক্ষুক ছাড়া বাকী সবাই আসলে পেশাজীবী ভিক্ষুক। এরা সারাদেশে ছড়িয়ে আছেন।

৫০ ভাগ মানুষ আজ চরম দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে, ৫ কোটি মানুষ পুষ্টিহীনতায় জীবন্মৃত এবং কয়েক কোটি শিক্ষিত বেকারে ভারাক্রান্ত আমাদের দেশ। ফলে নির্জীব ও নির্লিপ্ত লোকগুলোর অনেকেই আজ ভিক্ষাবৃত্তির দিকেই পা বাড়াতে বাধ্য হচ্ছেন। অপরদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিবছরই এদেশের অসংখ্য পরিবারকে করে ভিটেমাটিহীন ও নিঃস্ব। দিন দিন বাড়ছে তাই কৃত্রিম ভিক্ষুকের সংখ্যা।

এহেন সমস্যা দূরীকরণে সমাজের সব স্তরের মানুষসহ সামাজিক, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, এনজিওদের কার্যকর ভুমিকাও জরুরি। সে দায়িত্ববোধ থেকে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন জাকাত ফান্ড সংগ্রহের মাধ্যমে ভিক্ষুক পুনর্বাসনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। আর এ কার্যক্রম ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি) তার কর্মএলাকায় বাস্তবায়ন করছে।

ভিক্ষুক পুনর্বাসন প্রকল্পের কার্যক্রম ধাপগুলো

তালিকা প্রণয়ন: প্রাথমিক পর্যায়ে ডিএফইডির মাইক্রো ফিন্যান্স কর্মসূচির আওতায় ২০১৫ সালে ৪৩টি ব্রাঞ্চের কর্মএলাকা থেকে প্রাথ মিক পর্যায়ে জরিপের মাধ্যমে ৬৫০ ভিক্ষুকের একটি তালিকা তৈরি করা হয়। পরবর্তীতে জাকাত ফান্ডের তহবিল অনুপাতে সম্ভাব্য তহবিল বিবেচনা করে সাতক্ষীরা জেলার ২টি এরিয়ার আওতাধীন হাদিপুর, কালীগঞ্জ, সাতক্ষীরা সদর ও ঘোনা ব্রাঞ্চসহ মোট ৪টি ব্রাঞ্চের ২০ জন প্রকৃত ভিক্ষুকের তালিকা চূড়ান্ত করে তাদের মধ্যে এককালীন অনুদান প্রদান করা হয়।

অন্তর্ভুক্তিকরণ: যেহেতু চূড়ান্ত তালিকার্ভুক্ত ভিক্ষুকরা ছড়ানো ছিটানো অবস্থায় অবস্থান করছে, সেহেতু দলের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ কম। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পর্যায়ে তাদের এ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তি করা হয়। তবে যদি কোনো ভিক্ষুক মাইক্রো ফিন্যান্স কর্মসূচির দলের আওতায় থাকে, সেক্ষেত্রে দলেই তাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

অর্থের উৎস ও বণ্টন: ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের জাকাত ফান্ড থেকে বরাদ্দকৃত অর্থ ভিক্ষুকদের পুনর্বাসনের জন্য ব্যবহার করা হয়। এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় থাকে–

- আয়বৃদ্ধিমূলক সুনির্দ্দিষ্ট প্রকল্পে ব্যবহার করা হয়;
- এককালীন প্রদান (সম্পদ রক্ষার অধিকার) করা হয়;
- কোনো সেবামূল্য গ্রহণ করা হয় না।

সঞ্চয় স্কিম: অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর (ভিক্ষুক) পক্ষে সঞ্চয় করার সুযোগ খুবই কম। তাই ভিক্ষুক পুনর্বাসন কার্যক্রমে সঞ্চয় করার সুযোগ সৃষ্টি করা বেশি প্রয়োজন। এজন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের মাইক্রো ফিন্যান্স কর্মসূচির অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সঞ্চয়ের

পুনর্বাসনের পর এক সম্মেলনে যোগ দিয়ে নিজেদের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন

ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়।

সঞ্চয়ের পরিমাণ ও লভ্যাংশ প্রদান

প্রত্যেক সদস্য নিয়মিত সাপ্তাহিক কমপক্ষে ১০ (দশ) টাকা বা এর বেশি যে কোন পরিমাণ টাকা সঞ্চয় হিসাবে জমা করছে। মাইক্রো ফিন্যান্স কর্মসূচিতে সঞ্চয়ের ওপর লভ্যাংশ ৬ শতাংশ হারে প্রদান করা হয়, যা এখানেও কার্যকর করা হচ্ছে।

সঞ্চয় উত্তোলন বা ফেরত

সদস্য যে কোনো সময় প্রয়োজনে আংশিক সঞ্চয় উত্তোলন বা সম্পূর্ণ ফেরত নিতে পারছেন। তবে যদি তিনি ঋণী সদস্য হয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে ঋণের নীতিমালা অনুসরণ করা হয়।

প্রকল্প যাচাই, চিহ্নিতকরণ ও অর্থ ছাড়করণ

যেসব ভিক্ষুককে চূড়ান্ত করা হয়েছে, তাদের জরিপকৃত সময়ে উল্লেখিত প্রকল্পগুলোর সরজমিনে সম্ভাব্যতা যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে প্রকৃত প্রকল্প চিহ্নিতকরণ ও অর্থ ছাড়করণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি/সমাজকর্মীদের সমন্বয়ে সংশ্লিষ্ট ভিক্ষুকদের প্রস্তাবিত প্রকল্পে নগদ অর্থ প্রদান না করে বরং প্রকল্পের ধরন অনুযায়ী বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী (অস্তিত্বসম্পন্ন) ক্রয় করে দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। মিশনের অন্য কোনো আর্থিক সহায়তা স্কিমের উপকারভোগীকে- এ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না।

মনিটরিং ও সুপারভিশন

ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পর্যায় থেকে সময়ান্তে মনিটরিং ও ফলোআপ করা হয় যেমন:

দায়িত্বপ্রাপ্ত ফিল্ড অর্গানাইজার প্রতি সপ্তাহে প্রকল্প পরিদর্শন করেন এবং রিপোর্ট করেন; ব্রাঞ্চ ম্যানেজার প্রতি ২ মাসে একবার এবং এরিয়া ম্যানেজার প্রতি ৩ মাসে একবার পরিদর্শন করেন; প্রধান কার্যালয়ের প্রতিনিধি উক্ত এলাকা পরিদর্শনকালে এ প্রকল্প ফলোআপ করে থাকেন।

রিপোর্টিং

মাসিক ভিত্তিতে নির্দিষ্ট ছকে ব্রাঞ্চ থেকে নিয়মিত প্রধান কার্যালয়ে রিপোর্ট করে থাকে।

সামাজিক সেফটিনেট প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তিকরণ

সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে যেসব সামাজিক সেফটিনেট প্রকল্প চলমান আছে, সেগুলোর সাথে অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

উন্নয়নের মূল ধারায় অন্তর্ভুক্তিকরণ

সংশ্লিষ্ট ভিক্ষুকদের উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে তোলা এবং সঞ্চয়ী সদস্য হিসেবে মাইক্রো ফিন্যান্স কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পর্যায়ক্রমে তাদের ডিএফইডির অতিদরিদ্র ঋণ কার্যক্রমের সাথে অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং পরবর্তীতে অন্যান্য ঋণ প্রডাক্টের সাথে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়নে ভূমিকা রাখা হচ্ছে।

ভিক্ষুক নির্বাচন পদ্ধতি

পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সাহায্য বিতরণ

ডিএফইডির মাইক্রো ফিন্যান্স কর্মসূচির কর্মএলাকার দল ও দলের বাইরে যারা এলাকায় ভিক্ষা করে তাদের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তারপর নির্ধারিত জরিপ ফরমের মাধ্যমে তাদের একটি তালিকা প্রণয়ন করা হয়। তালিকা প্রণয়ন করার পর তাদের সাথে কথা বলে তাদের ইচ্ছার কথা জানা হয় এবং তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা জানার মধ্য দিয়ে প্রকৃত ভিক্ষুকদের বাছাই করা হয়, যারা ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরে আসতে চায় তাদের নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত তালিকা অনুমোদন সাপেক্ষে অনুদান প্রদান করা হয়।

প্রকল্প ব্যয় নির্ধারণ পদ্ধতি

চূড়ান্ত নির্বাচনের পর যারা ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে স্বাভাবিক পেশায় আসতে চান তাদের সাথে সরাসরি কথা বলে নির্বাচিত প্রকল্প বাস্তবায়নের ব্যয় নির্ধারণ করা হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নের খরচের মধ্যে চলমান খরচ, স্থায়ী ব্যয় (অবকাঠামোগত) ও প্রকল্প প্রোফিটে না যাওয়া পর্যন্ত হ্যান্ড ক্যাশ বিবেচনা করা হয়।

বিবিধ

অনেক সময় এ ধরনের ভিক্ষুকরা ভিক্ষার উদ্দেশ্যে এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় চলে যান, এ ক্ষেত্রে তালিকাভুক্ত ভিক্ষুকদের পাওয়া না গেলে অন্য জরিপকৃত ভিক্ষুকদের তালিকা থেকে যাচাই করে অনুমোদন সাপেক্ষে অন্তর্ভুক্ত করে এককালীন অনুদান দেওয়া হয়।

প্রকল্পের জুন ২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি

ডিএফইডি 'ভিক্ষুক পুনর্বাসন প্রকল্প' ২০১৫ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করে। চলতি বছরের জুন ২০১৯ পর্যন্ত ৭৯৯ ভিক্ষুককে পুনর্বাসন করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ১৫৪ জন পুরুষ এবং ৬৪৫ জন নারী। দেশের ১৪টি জেলার ৫৪ উপজেলায় এসব ভিক্ষুককে ১ কোটি ৬৮ লাখ ৫৪ হাজার টাকা এককালীন অনুদান প্রদান করা হয়েছে। ডিএফইডির ১০০টি ব্রাঞ্চ থেকে ৬৭টি ব্রাঞ্চের মাধ্যমে এসব ভিক্ষুককে এ টাকা প্রদান করা হয়। পর্যায়ক্রমে বাকি ব্রাঞ্চগুলোর মাধ্যমে ভিক্ষুক পুনর্বাসন করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার উপস্থিতিতে ভিক্ষুকদের মধ্যে এই অনুদান দেয়া হয়।

পুনর্বাসিত ভিক্ষুকদের সমাবেশ

৯ এপ্রিল ২০১৯ পটুয়াখালী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে বরগুনা ও পটুয়াখালী অঞ্চলে ডিএফইডি কর্তৃক পুনর্বাসিত ভিক্ষুকদের এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি) কর্তৃক আয়োজিত এ সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডিএফইডি চেয়ারপারসন কাজী রফিকুল আলম।

সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসেবে

খোকা মিয়ার জীবনের গল্প

নরসিংদী জেলার মনোহরদী উপজেলার হারুরদিয়া গ্রামের মো. খোকা মিয়া. পিতা মরহুম কুদ্দস ফকির, তিনি ভিক্ষা করে সংসারের খরচ চালাতেন। ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি) ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের একটি প্রতিষ্ঠান। ডিএফইডি-এর মাইক্রো ফিন্যান্স কর্মসূচির আওতায় পরিচালিত নরসিংদী জেলার মনোহরদি ব্রাঞ্চ অফিসের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন ভিক্ষুক পূর্নবাসন প্রকল্পের জন্য ২০১৮ সালের মাঝামাঝির দিকে এক জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করার সময় তার সাথে কথা বলে জানা যায় ভিক্ষাবৃত্তি মন থেকে পছন্দ করেন না। তিনি জানান কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি যদি তাকে কোনো পুঁজি দেয় তাহলে একটা ব্যবসা করে বাকি জীবন কাটিয়ে দেবেন। জরিপের সময় প্রাথমিকভাবে খোকা মিয়ার নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরে ভিক্ষুক পুনর্বাসন প্রকল্পের জন্য খোকা মিয়াকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়। ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খোকা মিয়ার ইচ্ছানুযায়ী মনোহরদী ব্রাঞ্চ অফিসের মাধ্যমে তাকে সবজির ব্যবসা পরিচালনার জন্য এককালীন অনুদান হিসেবে ২৫ হাজার টাকা প্রদান করা হয়। অনুদান প্রাপ্তির পর তিনি বাজার থেকে পাইকারি দরে কাঁচামাল ক্রয় করে খুচরা বিক্রয়ের কাজ শুরু করেন এবং ২টি ছাগল পোষার জন্য ক্রয় করেন। বর্তমানে স্ত্রী এবং ২ মেয়ে, ১ নাতির ভরণ পোষণ করছেন এই ব্যবসা থেকে। ৫টি ছাগল এবং কাঁচামালের ব্যবসা করে জীবনমান উন্নয়ন হয়েছে তার। এখন তার পুঁজি বাজার মূল্য প্রায় ৬০ হাজার টাকা। এই অনুদানের টাকা পেয়ে একদিকে তার যেমন সমাজে মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে, অন্যদিকে তার আর্থিক সচ্ছলতা ফিরে এসেছে।

ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে এখন সবজি ব্যবসায়ী খোকা মিয়া

খোকা মিয়ার স্বপ্ন এ কাজের মাধ্যমে তিনি স্থায়ি একটা দোকন করবেন। আর নিজে ১ টুকরা জমি কিনে ঘর বানাবেন যেন আর অন্যর বাড়ি থাকতে না হয়। দিন দিন তার কাজের অভিজ্ঞতা বাড়ছে। আয়ও বাড়ছে। প্রতিদিন খরচ মিটিয়ে ৩৫০-৫০০/= জমাতে পারছেন।

এখন খোকা মিয়ার সংসারে অভাব নেই, চোখে মুখে নেই হতাশার চিহ্ন। জীবন যাত্রার মান উন্নত হয়েছে। আরও ভালভাবে বাঁচার জন্য নতুন করে স্বপ্ন দেখছেন কিভাবে অভাবকে জয় করতে হয় তার উজ্জল দৃষ্টান্ত খোকা মিয়া।

উপস্থিত ছিলেন পটুয়াখালী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ প্রকৌশলী হাসান মো. কামরুজ্জামান এবং ডিএফইডির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মো. আসাদুজ্জামান। এছাড়া ডিএফইডির জোনাল ম্যানেজার, এরিয়া ম্যানেজার ও ব্রাঞ্চ ম্যানেজারসহ অন্যান্য কর্মকর্তা সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন। সমাবেশে ১৪৬ জন পুনর্বাসিত ভিক্ষুক উপস্থিত হয়ে তাদের অতীতের দুঃখকষ্টের স্মৃতিচারণ করেন। পুনর্বাসিত ভিক্ষুকরা ডিএফইডি থেকে অনুদান গ্রহণ করে ছাগল পালন, হাঁস-মুরগি পালন, চা-বিস্কুটের দোকান, পিঠার দোকান তথা ক্ষুদ্র ব্যবসার মাধ্যমে আয়বর্ধকমূলক কাজে নিয়োজিত হয়ে বর্তমানে কর্মময় জীবনযাপন করছেন। এখন তারা সবাই মর্যাদাপূর্ণ জীবনের অধিকারী। উল্লেখ্য, ১৪৬ জন পুনর্বাসিত ভিক্ষুকের মধ্যে ৩০.৪০ লাখ টাকা ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের জাকাত তহবিল থেকে পুনর্বাসন প্রকল্পে অনুদান হিসাবে ব্যয় করা হয়।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

ডিএফইডি আগামী অর্থবছরে ১৩টি এরিয়ার ৬৭টি ব্রাঞ্চ অফিসের ৬৬৩ ভিক্ষুকের মধ্যে এককালীন অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে ১ কোটি ৬৫ লাখ ৭৫ হাজার টাকার অনুমোদন চেয়েছে। ডিএফইডি'র ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় প্রতি বছর ২০টি নতুন ব্রাঞ্চ খোলার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে, সে ২০টি ব্রাঞ্চে ২০ ভিক্ষুকের মধ্যে এককালীন অনুদানের জন্য ১ কোটি টাকা লাগবে। প্রতি বছর নতুন ব্রাঞ্চ হবে এবং নতুন ভিক্ষুক নির্বাচন করা হবে। ডিএফইডি উক্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কাজ করে যাচ্ছে।

ভিক্ষুক পুনর্বাসন প্রকল্প বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জগুলো

- অনুদান পাওয়ার কিছুদিন পর বিদ্যমান পেশা পরিবর্তন করতে চান না;
- রাজনৈতিক চাপ;
- অনুদান নেয়ার পর মাঝপথে পেশা পরিবর্তন করতে চান;
- নিজস্ব জমি না থাকায় প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যবসা বা দোকান দেয়া সমস্যা হয়;
- অনুদানকৃত টাকার পরিমাণ চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল বিধায় আগ্রহ কম;
- বয়স্ক হওয়ার কারণে সবসময় ব্যবসা সচল বা চলমান রাখতে অসুবিধা হয়;
- প্রাথমিক অবস্থায় ব্যবসায় কম লাভ হয় বিধায় অনেকে ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়ে না;
- পেশাদার ভিক্ষুকদের এ প্রকল্পের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা;
- প্রথম দিকে ব্যবসা ছোট থাকায় লাভ কম হয় বিধায় পুঁজি ভেঙে খেয়ে ফেলেন এবং আগের পেশায় ফিরে যেতে চান;

চ্যালেঞ্জগুলো কাটিয়ে ওঠা

প্রকল্প বাস্তবায়নে যেসব সমস্যা পরিলক্ষিত হয় তা বিভিন্নভাবে ওভারকাম করা হয়। ভিক্ষুক/উদ্যমী সদস্যদের মধ্যে এককালীন অনুদানপ্রাপ্তদের নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করার জন্য স্থানীয় একজন অভিভাবক নির্ধারণ করে তার হেফাজতে দেয়া হয়। স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় প্রাথমিকভাবে তার ব্যবসা শুরু করে দেয়া হয়। স্থানীয় অভিভাবক এবং সংশ্লিষ্ট মাঠকর্মীর সাপ্তাহিক প্রকল্প পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে মাঝপথে আগের পেশা থেকে বিরত রাখা হয়। উদ্যমী সদস্য নির্বাচনের সময় বয়স ও শারীরিক সুস্থতা বিবেচনা করা হয়। ভিক্ষুক নির্বাচনের সময় পরিস্থিতির শিকার ও সাময়িক/মৌসুমি ভিক্ষুকদের বিবেচনা করা হয়। অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে। প্রাথমিক অবস্থায় ব্যবসায় কম লাভের সময় যাতে আগের পেশায় ফিরে যেতে না পারে সেজন্য স্থানীয় অভিভাবক, মাঠকর্মী, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ও এরিয়া ম্যানেজাররা নিয়মিত মনিটরিং ও ফলোআপ করে বিরত রাখা হচ্ছে।

কৃষিবিদ মো. নিয়ামুল কবীর, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার (কৃষি), ডিএফইডি

সেমিনারে বক্তারা

প্রস্তাবিত অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা-২০১৮ কর্মশালায় মিশনের অংশগ্রহণ

মো. সাইদুর রহমান

ইনফরমাল সেক্টর ইন্ডাস্ট্রি স্কিল্‌স কাউন্সিল যা 'আইএসআইএসসি' নামে পরিচিত। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য এনএসডিএ (NSDA)-এর সহযোগিতায় বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত ১২টি ইন্ডাস্ট্রি স্কিল্‌স কাউন্সিল বা শিল্প দক্ষতা পরিষদ গঠিত হয়েছে, ইনফরমাল সেক্টর ইন্ডাস্ট্রি স্কিল্‌স কাউন্সিল তার মধ্যে অন্যতম। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন বর্তমান নির্বাহী পরিচালনা পরিষদের অন্যতম সদস্য। উল্লেখ্য, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পূর্ববর্তী নির্বাহী পরিচালনা পরিষদে সদস্য-সচিবের দায়িত্ব পালন করেছে।

> দেশে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সামাজিক উন্নয়নের জন্য দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলতে হবে। অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন বিষয়ে ইতিপূর্বে ঢাকা, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, বগুড়া ও রাঙ্গামাটিতে ফোকাস গ্রুপ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং খুলনা ও চট্টগ্রামে দুটি পরামর্শ কর্মশালা আয়োজন করা হয়।

আইএসআইএসসি দেশে একটি অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্প উন্নয়ন নীতিমালার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এবং তা প্রণয়নের জন্য উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করে। প্রস্তাবিত অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্প উন্নয়ন নীতিমালায় যেসব বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে আমাদের দেশের অধিকাংশ খাতই এখনও অপ্রাতিষ্ঠানিক। মোট দেশজ উৎপাদনে অবদান এবং কর্মসংস্থানের গুরুত্ব বিবেচনা করলে দেখা যায়, দেশের অর্থনীতি এখনও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের ওপর ভিত্তি করেই অগ্রসর হচ্ছে। আমাদের দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সামাজিক উন্নয়নের জন্য দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলার কোনো বিকল্প নেই।

অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন বিষয়ে ইতিপূর্বে ঢাকা, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, বগুড়া ও রাঙ্গামাটি এ পাঁচটি জেলায় ফোকাস গ্রুপ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং খুলনা ও চট্টগ্রামে দুটি পরামর্শ কর্মশালা আয়োজন করা হয়। সর্বশেষ বাংলাদেশস্থ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) প্রকল্প সহায়তায় ২৭ মে ২০১৯ একটি ভেলিডেশন ও চূড়ান্ত কর্মশালার আয়োজন করে। কর্মশালাটি রাজধানীর হোটেল পূর্বাণী ইন্টারন্যাশনালে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. আবদুল হালিম। মো. ফারুক হোসেন, নির্বাহী চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত সচিব), জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং Mr. Tuomo Poutiaine, কান্ট্রি ডিরেক্টর, আইএলও ঢাকা অফিস বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত কর্মশালায় সভাপতিত্ব

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের মতামত প্রদান

করেন পরাগ, অতিরিক্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়। সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, শিল্প মন্ত্রণালয়ের সহযোগী অন্যান্য সংস্থার প্রধানগণ, এনজিও'র প্রতিনিধি, ব্যাংকার্স এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ইনফরমাল সেক্টর ইন্ডাস্ট্রি স্কিল্স কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মির্জা নূরুল গণি শোভন। এরপর ইনফরমাল সেক্টর ইন্ডাস্ট্রি স্কিল্স কাউন্সিলের কনসাল্ট্যান্ট সুশেন চন্দ্র দাস অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্প খাতের জন্য একটি পলিসি গাইডলাইনের খসড়া উপস্থাপন করেন। অতঃপর কর্মশালার সভাপতি উন্মুক্ত আলোচানার জন্য উপস্থিত সবাইকে আহ্বান জানান।

উন্মুক্ত আলোচনায় অংশ নিয়ে অন্যদের মধ্যে মতামত ও পরামর্শ প্রদান করেন Mr. Kishore Singh (CTA B-SEP, ILO, Dhaka), ড. মো. মফিজুর রহমান (মহাপরিচালক, বিটাক), আশরাফুর রহমান (প্রেসিডেন্ট, বাংলাক্রাফট), ড. এম. এহ্ছানুর রহমান (নির্বাহী পরিচালক, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন), শফিকুর রহমান ভূঁইয়া (জিএস ও সিইও, এগ্রোফুড আইএসসি) প্রমুখ।

অন্যতম সম্মানিত বিশেষ অতিথি জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান মো. ফারুক হোসেন কর্মশালার উদ্যোগকে সময় উপযোগী ও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে অভিমত দেন। তিনি বলেন, অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের উন্নয়ন ও দক্ষতা উন্নয়ন ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। বাংলাদেশ এখন রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নের এর সন্ধিক্ষণে অবস্থান করছে। তাই প্রেক্ষাপট অনুযায়ী অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্প উন্নয়ন নীতি বা পলিসি বাস্তবায়ন করাও গুরুত্বপূর্ণ। যদিও ইনফরমাল সেক্টরের কোনো ফরমাল পরিচিতি নেই তবু এ সেক্টর সাপ্লাই চেইনে ফরমাল সেক্টরের তুলনায় অনেক বেশি অবদান রাখছে। তিনি আরও বলেন, আইএসআইএসসি দক্ষতা প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্পকে প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পে রূপান্তরে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। এ ক্ষেত্রে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ সার্বিকভাবে সহযোগিতা নিশ্চিত করবে।

> অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের উন্নয়ন ও দক্ষতা উন্নয়ন ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। বাংলাদেশ এখন রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নের সন্ধিক্ষণে অবস্থান করছে। তাই প্রেক্ষাপট অনুযায়ী অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্প উন্নয়ন নীতি বা পলিসি বাস্তবায়ন করাও গুরুত্বপূর্ণ।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব ও কর্মশালার প্রধান অতিথি মো. আবদুল হালিম 'অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্প উন্নয়ন নীতি' বিষয়ক কর্মশালার উদ্যোগ গ্রহণ ও সহায়তার জন্য আইএলও, এনএসডিএ ও আইএসআইএসসি-কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানান। তিনি খসড়া পলিসি গাইডলাইনে কিছু পয়েন্ট যুক্ত করার জন্য অনুরোধ করেন। প্রথমত অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের পলিসির কর্মপরিসর নির্ণয় এবং দ্বিতীয়ত যেসব ব্যক্তি এর সাথে জড়িত থাকবেন, তারা কীভাবে থাকবেন ও কী করবেন এ সংক্রান্ত একটি ডাটাবেজের প্রয়োজনীয়তার বিষয় উল্লেখ করেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে কেউ সনদবিহীন এখানে প্রবেশ করতে না পারে। তিনি অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের স্বত্ব নিবন্ধনের বিষয়টিও যুক্ত করেন। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের উন্নয়নের জন্য বেসরকারি খাতের উদ্যোগেরও প্রয়োজন বলে অভিমত প্রদান করেন। সবশেষে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের 'পলিসি গাইডলাইন' এর খসড়া শিল্প মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়ার সময়সীমা অবহিত করার অনুরোধ জানান।

মো. সাইদুর রহমান, টীম লিডার (টিভিইটি), ঢা:আ:মি

শ্রেষ্ঠ কর্মসম্পাদনা পুরস্কার-২০১৮

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের 'শ্রেষ্ঠ কর্মসম্পাদনা পুরস্কার-২০১৮' অর্জন করেন যৌথভাবে আহ্ছানিয়া মিশন কলেজের উপাধ্যক্ষ **মফিজুর রহমান** এবং শিক্ষা কর্মসূচির জয়ফুল প্রকল্পের কো-অর্ডিনেটর মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন **শেখ শফিকুর রহমান**।

মিশনের ধানমন্ডির প্রধান কার্যালয়ের অডিটোরিয়ামে ২০ এপ্রিল ২০১৯ এ আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কার অর্জন করা কর্মকর্তাদ্বয়কে শ্রেষ্ঠ কর্মসম্পাদনা পদক প্রদান করা হয়। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডামের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রেষ্ঠ কর্মসম্পাদনা নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান ও ডামের ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রফেসর এম. এইচ খান। অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করেন ডামের জেনারেল সেক্রেটারি ড. এসএম খলিলুর রহমান এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন ডামের নির্বাহী পরিচালক ড. এম. এহ্ছানুর রহমান ।

ঢাকা আহছানিয়া মিশনের "শ্রেষ্ঠ কর্মসম্পাদনা পুরস্কার-২০১৮" তে ভূষিত হয়েছেন আহ্ছানিয়া মিশন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত আহ্ছানিয়া মিশন কলেজের সহযোগী অধ্যাপক ও উপাধ্যক্ষ মো. মফিজুর রহমান।

জনাব রহমান ১৯৬৪ সালের ১ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন । তিনি ১৯৮৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়ন বিষয়ে এমএসসি ডিগ্রি লাভ করেন। এছাড়া তিনি ১৯৮৭ সালে ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে বিএড ও ১৯৯৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে এম,এড ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লাহ টিচার্স ট্রেনিং কলেজে ১৯৯২ সালে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। ৯ অক্টোবর ১৯৯৯ তিনি সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পান। তিনি ১৯৯৮ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএড কোর্সের জন্য "রসায়ন বিজ্ঞান শিক্ষণ" এবং ২০০২ সালে "শিক্ষায় পরিমাপ ও মূল্যায়ন" বিষয়ে দুইটি বই লেখেন। ২০০২ সালে আহ্ছানিয়া মিশন কলেজ শুরুর প্রস্তুতি পর্বে কলেজ অনুমোদন, একাডেমিক কার্যক্রম ও প্রসপেক্টাস তৈরি ও অন্যান্য কাজে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

দায়িত্ব ও নিষ্ঠাবান, সদালাপী জনাব রহমানের অন্যতম গুণাবলী হলো সৎ ও কঠোর পরিশ্রমী। যেকোন কাজকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করে তা অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে শিক্ষক শিক্ষিকা বৃন্দদের সঙ্গে নিয়ে বাস্তবায়ন করা তার চরিত্রের অন্যতম গুণ। কর্তব্যের প্রতি তার নিষ্ঠা ও দায়িত্ববোধ, সহকর্মীদের প্রতি সহযোগী মনোভাব কর্ম বৈচিত্র্য আনয়নে সৃষ্টিশীলতা, চ্যালেঞ্জ গ্রহণ, অতিরিক্ত কাজে দায়িত্ব গ্রহণে ইতিবাচক মনোভাব, সংস্থার ভাবমূর্তি তুলে ধরতে বিভিন্ন কার্যক্রমে সহায়তা ও অংশগ্রহণ, কাজের সমন্বয় ও গুণগত মান বজায় রাখার মধ্য দিয়ে আহ্ছানিয়া মিশন কলেজের উন্নয়নে অনন্য অবদান রাখার জন্য মো. মফিজুর রহমানকে "শ্রেষ্ঠ কর্মসম্পাদনা পুরস্কার -২০১৮" এ ভূষিত করা হয় ।

শফিকুর রহমান ২০০৭ সালে ডাম প্রধান কার্যালয়ে কর্মসূচি বিভাগে যোগদান করেন। তিনি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কার্যকরী ব্যবহার, হাওড় অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের জন্য নৌকা স্কুল তৈরির পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, শিক্ষা কর্মসূচির বৈচিত্র্যময় গুণগত কার্যক্রমের প্রচার, প্রসার, গণকেন্দ্র ও সিআরসি কার্যক্রমকে মেইনস্ট্রিমিং, কর্মক্ষেত্রে আইসিটির ব্যবহার ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা, ডকুমেন্টেশনের ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে ডাম শিক্ষা কর্মসূচিতে উলেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে মিশনের সুনাম বৃদ্ধি, দাতা সংস্থার নিকট ডামের দক্ষতা প্রমাণ এবং দেশের প্রত্যন্ত এলাকার মিশনের ক্রমাগত উন্নয়ন ও প্রসার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে মিশনের উন্নয়নে বিভিন্নমুখী ভূমিকার জন্য শেখ শফিকুর রহমানকে মিশনের শ্রেষ্ঠ কর্মসম্পাদন পুরস্কার ২০১৮-তে ভূষিত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, মিশনের উন্নয়নে কর্মীদের উন্নয়নে কর্মীদের স্বীকৃতি ও উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন প্রতি বছর শ্রেষ্ঠ কর্ম-সম্পাদনা পুরস্কার প্রদান করে আসছে।

মফিজুর রহমান ও শেখ শফিকুর রহমান ডাম শ্রেষ্ঠ কর্মসম্পাদনা পুরস্কার-২০১৮ গ্রহণ করছেন

৯০.৫ শতাংশ স্কুল ও খেলার মাঠের ১০০ মিটারের মধ্যে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি হয়

স্কুল ও খেলার মাঠের কাছে তামাকজাতদ্রব্য বিক্রি হচ্ছে

বিগ টোব্যাকো টাইনি টার্গেট ইন বাংলাদেশ শীর্ষক গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণ

মো. মোখলেছুর রহমান

বাংলাদেশ সরকার ২০০৩ সালে Framework convention on Tobacco control (FCTC) চুক্তিতে স্বাক্ষর করে এবং ২০০৪ সালে অনুস্বাক্ষর করে। বাংলাদেশ এই চুক্তির প্রথম স্বাক্ষরকারী দেশগুলোর অন্যতম এবং এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ সরকার ২০০৫ সালে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন প্রণয়ন করে ও পরে ২০১৩ সালে আইনটি সংশোধন করে এবং ২০১৫ সালে বিধি প্রণয়ন করে। আইনের ধারা ৫ অনুযায়ী সব ধরনের তামাকের বিজ্ঞাপন, প্রচার ও প্রচারণা নিষিদ্ধ এবং ধারা ৬ (ক) অনুযায়ী তামাকজাত দ্রব্য ১৮ বছরের কম বয়সি কেউ বিক্রি করা বা কারও কাছে বিক্রি করা নিষিদ্ধ। কিন্তু বিশ্ব জুড়ে স্কুলের শিশুরা প্রতিদিনই তামাকের বিজ্ঞাপন, প্রচার-প্রচারণা দেখার মাধ্যমে তামাকের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মতো বাংলাদেশেও তামাকজাত পণ্যের সহজলভ্যতা ও নানা কুটকৌশলে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে তামাক কোম্পানি স্কুলের শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করার জন্য তামাকের প্রচারণা করে থাকে।

গ্লোবাল ইউথ টোব্যাকো সার্ভে-২০১৩ এর পরিসংখ্যানে দেখা যায়,

১. ৫২.৩ শতাংশ শিক্ষার্থী বিক্রিয়কেন্দ্রে (পয়েন্ট অব সেল) তামাকজাত পণ্যে প্রচারণা লক্ষ্য করে থাকে;
২. ৬.৩ শতাংশ শিক্ষার্থী বিনামূল্যে তামাকজাত নমুনা পণ্যের প্রস্তাব পেয়ে থাকে; এবং
৩. ৯ শতাংশ শিক্ষার্থী তামাক কোম্পানির ব্র্যান্ড লোগো সম্বলিত বিভিন্ন প্রচারমূলক পণ্য পেয়ে থাকে।

শিশু ও যুবকদের লক্ষ্য করে তামাক কোম্পানি অবৈধ বাণিজ্য করার লক্ষ্যে অভিনব কৌশলে যে বিজ্ঞাপন প্রচার করছে তার ওপর ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস্ বিশ্বব্যাপী একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার উদ্যোগ নেয়। গবেষণাটি পরিচালনার জন্য ২০১৭ সালে শ্রীলংকার কলম্বোতে ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস্ (সিটিএফকে) একটি প্রশিক্ষণের অয়োজন করে যেখানে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকার প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ২ জন প্রতিনিধি স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ, সহকারী পরিচালক ও তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প সমন্বয়কারী মো. মোখলেছুর রহমান এবং সিটিএফকে বাংলাদেশের লিড কন্সালটেন্ট শরিফুল আলম এবং প্রোগ্রাম অফিসার আতাউর রহমান মাসুদ

অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে বাংলাদেশের অবস্থা পর্যালোচনা করতে ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিড্স-এর সহযোগিতায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন "বিগ টোব্যাকো টাইনি টার্গেট ইন বাংলাদেশ" শিরোনামে গবেষণা কার্যক্রমটি পরিচালনা করে যেখানে তথ্য সংগ্রহে ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন, উবিনীগ, ইপসা ও এসিডি সহযোগিতা করে। একই সময়ে ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলংকায়ও এ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

গবেষণার উদ্দেশ্যসমূহ

১. বিদ্যালয় ও খেলার মাঠের চারপাশে শিশু ও কিশোরদের লক্ষ্য করে তামাক কোম্পানি যেসব কৌশল অবলম্বন করছে তা প্রকাশ করা।

২. তামাকমুক্ত শিক্ষা পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যালয় ও খেলার মাঠগুলোর কাছাকাছি তামাকজাত পণ্য বিক্রয়কেন্দ্রসমূহ অপসারণ এবং তামাক কোম্পানির বাণিজ্য পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করা।

৯০.৫ শতাংশ স্কুল ও খেলার মাঠের ১০০ মিটারের মধ্যে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি হয়

৩. এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য শিক্ষক ও ছাত্রদের সক্রিয় করা।

৪. এ বিষয়ে নতুন আইন পাস বা প্রজ্ঞাপন জারির জন্য বাংলাদেশ সরকারকে উৎসাহিত করা এবং বর্তমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে শিশুদের কাছে তামাকজাত দ্রব্যের বিপণন বন্ধ করা।

পদ্ধতি

তথ্য সংগ্রহের জন্য আটটি বিভাগীয় ও চারটি জেলা শহর, ১১টি উপজেলা এবং ১১টি ইউনিয়ন থেকে মোট ১৮০টি বিদ্যালয় ও খেলার মাঠ (১৫৭টি বিদ্যালয়, ২৩টি খেলার মাঠে) নির্বাচন করা হয়। তথ্য সংগ্রহকারীরা ৩-৩০ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত নির্বাচিত বিদ্যালয় ও খেলার মাঠের ১০০ মিটারের মধ্যে মোবাইল অ্যাপ্স (Kobo Tool Box) এর মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে। বিদ্যালয় ও খেলার মাঠের ১০০ মিটারের মধ্যে তামাক কোম্পানিগুলোর বিজ্ঞাপন ও বিক্রি সংক্রান্ত তথ্যসমূহ ডিজিটাল মোবাইল রিপোর্টিং ফরমেটে সংগ্রহ করা হয়। ডিজিটাল মোবাইল রিপোর্টিং ফরমটিতে তথ্য সংগ্রহের তারিখ, ছবি, ভৌগোলিক অবস্থান, তথ্য সংগ্রহকারীর তথ্যসহ সব তথ্য মোবাইল ইন্টারনেটের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়।

গবেষণার ফলাফল

গবেষণার প্রতিবেদনে দেখা যায়, বিদ্যালয় ও খেলার মাঠের চারপাশে ৬৭৩টি তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়কেন্দ্র (পয়েন্ট অব সেল) পাওয়া যায় যেখানে ৯০.৫ শতাংশ স্কুল ও খেলার মাঠের ১০০ মিটারের মধ্যে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রিয় হয়; ৮১.৮৭ শতাংশ দোকানে তামাকজাত দ্রব্যের প্রদর্শন হয় শিশুদের দৃষ্টি সীমানার মধ্যে (১ মিটারের মধ্যে); ৬৪.১৯ শতাংশ দোকানে ক্যান্ডি, চকোলেট এবং খেলনার পাশে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি করতে দেখা যায় এবং ৮২.১৭ শতাংশ দোকানে তামাকের বিজ্ঞাপন দেখা যায় যার মধ্যে ৬৭.৩৯ শতাংশ স্টিকার / খালি মোড়ক/ ফেস্টুন/ ফ্লায়ার এর বিজ্ঞাপন এবং ২৯.৬০ শতাংশ পোস্টার বিজ্ঞাপন ।

অন্যদিকে, ৯৮.২ শতাংশ বিক্রয়কেন্দ্রে সিগারেট খুচরা বিক্রি হয় যা বিক্রয়ের অন্যতম কৌশল। এছাড়া তামাক কোম্পনিসমূহ শিশু-কিশোর ও যুবদের আকৃষ্ট করার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রণোদনা বা পুরস্কার প্রদান করে থাকে। গবেষণা চলাকালীন সময়ে ৬০.৬২ শতাংশ বিক্রয়কেন্দ্রে তামাকজাত দ্রব্যে মূলছাড় বিষয়টি পরিলক্ষিত হয় এবং ২৬.৯৪ শতাংশ বিক্রয়কেন্দ্রে তামাকজাত দ্রব্য ক্রয়ে বিভিন্ন ধরনের উপহার সামগ্রী প্রদান করতে দেখা যায়।

বিভিন্ন ধরনের ও বিভিন্ন ব্র্যান্ডের তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় করতে দেখা যায় এসব বিক্রয়কেন্দ্রে। যার মধ্যে ৯৮.২২ শতাংশ বিক্রয়কেন্দ্রে সিগারেট ৭৪.০ শতাংশ বিক্রয়কেন্দ্রে ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য; ১৯.৭৬ শতাংশ বিক্রয়কেন্দ্রে বিড়ি; এবং ১.১৯ শতাংশ বিক্রয় কেন্দ্রে সুগন্ধিযুক্ত তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় হয়। সিগারেটের ক্ষেত্রে যেসব ব্র্যান্ড বেশি প্রচলিত দেখা যায় সেগুলোর মধ্যে গোল্ডলিফ ১৪.২১ শতাংশ , বেনসন অ্যান্ড হেজেস্ ১৩.৯৮ শতাংশ, ডারবী ১৩.০৭ শতাংশ, স্টার ১২.৯৮ শতাংশ এবং নেভি ১১.৭১ শতাংশ পাওয়া যায়। বিড়ির ক্ষেত্রে আকিজ বিড়ি ৩৭.৪১ শতাংশ, সোনালী বিড়ি ২০.৮৬ শতাংশ, আবুল বিড়ি ১৭.২৭ শতাংশ, গ্রামীণ বিড়ি ১২.৯৫ শতাংশ এবং গোপাল বিড়ি ৪.৩২ শতাংশ ইত্যাদি বেশি পরিলক্ষিত হয় এবং ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যের মধ্যে সুরভী জর্দা ১৫.০৮ শতাংশ, মনিপুরী জর্দা ১৪.৫৩ শতাংশ, শোভা জর্দা ৮.৯৪ শতাংশ, কবির জর্দা ৮.৩৮%, পদ্মাপুরী জর্দা ৭.৮২% বেশি দেখা যায়।

তামাক কোম্পানীর দিক থেকে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো ৬৫.১৭ শতাংশ, ঢাকা টোব্যাকো ২১.৯৪ শতাংশ, আবুল খায়ের টোব্যাকো ৫.৪৬ শতাংশ, ফিলিপ মরিস ইন্টারন্যাশনাল ৩.০৫ শতাংশ, জাপান টোব্যাকো ১.৪১ শতাংশ তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন ও প্রদর্শন বেশি দেখা যায়।

গবেষণার ফলাফল থেকে দেখা যায়, তামাক কোম্পানিসমূহ তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং দীর্ঘমেয়াদি তামাক সেবনকারী বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কূটকৌশল অবলম্বন করে দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তথা শিশু, কিশোর ও যুব সমাজকে ধ্বংস করে দিচ্ছে, দেশ ও জাতি উভয়ের উন্নতি ব্যাহত হচ্ছে এবং এভাবে চলতে থাকলে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে না। কারণ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অভীষ্ট ৩ (সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ)-এ স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে এফসিটিসির আলোকে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন আরও জোরদার করা। সুতরাং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করার লক্ষ্যে

এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে তামাক কোম্পানির সব ধরণের কূটকৌশল বন্ধে সরকারকে আরও জোরালো ভূমিকা পালন করতে হবে এবং কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। তাই তামাক কোম্পানির সব কৌশল বন্ধে সরকারের নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

১. সরকারের বিদ্যালয় ও খেলার মাঠের ১০০ মিটারের মধ্যে তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রি নিষিদ্ধ করা উচিত এবং এই বিষয়ে বিদ্যমান আইন সংশোধন করা।
২. সরকারের তামাকজাত দ্রব্যের খুচরা বিক্রি নিষিদ্ধ করা এবং আইনে এই বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা।
৩. স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষের উচিত তামাক বিক্রেতাদের লাইসেন্সের আওতায় আনা এবং 'তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন মেনে চলা' এবং 'খুচরা বিক্রি নিষিদ্ধ' এমন শর্ত লাইসেন্সে অন্তর্ভুক্ত করা।
৪. সরকারের উচিত তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রয়োগকে উন্নত করা, বিশেষ করে বিক্রয়কেন্দ্রে বিজ্ঞাপন, প্রচার ও প্রচারণার ক্ষেত্রে।
৫. সরকারের উচিত বিক্রয়কেন্দ্রে তামাকজাত দ্রব্যের প্রদর্শন নিষিদ্ধ বিষয়টি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা প্রদান ও বিক্রেতাদের ও খুচরা বিক্রেতাদের এ বিষয়ে কার্যকর নির্দেশনা প্রদান।

গবেষণার কার্যক্রমটি সম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং ঢাকা জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন করা হয় । অন্যদিকে, জাতীয় পর্যায়ে গবেষণার ফলাফল উপস্থাপনের জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ২৩ এপ্রিল ২০১৯ জাতীয় প্রেসক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে (প্রাক্তন ভি আই পি লাউঞ্জ) 'বিগ টোব্যাকো টাইনি টার্গেট বাংলাদেশ প্রতিবেদন উপস্থাপন ও করণীয়' শীর্ষক এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী, এম পি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব রোকসানা কাদের, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. সৈয়দ মো. গোলাম ফারুক, ঢাকা জেলা শিক্ষা অফিসার মো. বেনজীর আহম্মদ, বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতির সহসভাপতি আব্দুল কাইয়ুম তালুকদার এবং ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিড্সের গ্রান্টস ম্যানেজার আব্দুস সালাম মিঞা। সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক ড. এম. এহ্ছানুর রহমান। প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক মো. মোখলেছুর রহমান।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বলেন, বিদ্যালয়ের ১০০ মিটারের মধ্যে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রদর্শন বন্ধে কার্যকর প্রদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিগত পদক্ষেপসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিদ্যালয়ের ১০০ মিটারের মধ্যে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রদর্শন বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগকেও একটি চিঠি প্রদান করবে।

বিশেষ অতিথি বলেন, স্থানীয় সরকার বিভাগ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য একটি আদর্শ গাইডলাইন প্রণয়ন করতে যাচ্ছে এবং একটি খসড়া এরইমধ্যে প্রস্তুত করা হয়েছে, সেখানে এই বিষয়টি সংযুক্ত করা হবে এবং তামাকজাত দ্রব্য বিক্রেতাদের লাইসেন্সের আওতায় নিয়ে আসা হবে।

বিশেষ অতিথি প্রফেসর ড. সৈয়দ মো. গোলাম ফারুক বলেন, স্কুলের মধ্যে ও স্কুলের পাশে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি নিষিদ্ধ করে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর থেকে নোটিশ জারি করা হয়েছে।

জাতীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী ধূমপান বা তামাকজাত দ্রব্য সেবন নিষিদ্ধ তরে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক একটি নির্দেশনা জারি করা হয়েছে।

অন্যদিকে, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা কার্যালয়, ঢাকা কর্তৃক ঢাকা বিভাগের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ বরাবর একটি নির্দেশনা প্রেরণ করা হয়। সেখানে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দৃশ্যমান স্থানে পর্যাপ্ত পরিমাণে ধূমপানমুক্ত সাইনেজ প্রদর্শনের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়।

স্থানীয় সরকার বিভাগ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য যে আদর্শ গাইডলাইনের খসড়া প্রস্তুত হয়েছে। সেখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও খেলার মাঠের ১০০ গজের মধ্যে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন, প্রদর্শন ও বিক্রয় নিষিদ্ধ করার বিষয়টি সংযুক্ত করা হয়েছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছে দৃশ্যমান স্থানে বিপুল পরিমানে ধূমপানমুক্ত সাইনেজও দেখা যায়

গবেষণার ফলাফল যথযথভাবে জাতীয় পর্যায়ে অ্যাডভোকেসির কাজে লাগানো সম্ভব হলে এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়ন হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও খেলার মাঠের ১০০ গজের মধ্যে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন, প্রদর্শন ও বিক্রয় নিষিদ্ধ হবে এবং তামাকমুক্ত শিক্ষা পরিবেশ নিশ্চিত হবে।

মো. মোখলেছুর রহমান, সহকারী পরিচালক, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

তামাক কোম্পানি থেকে সরকারের শেয়ার প্রত্যাহারের আহ্বান

ক্যাম্পেইন কর্মসূচির প্রথম দিনের আলোচনা সভায় বক্তব্য দিচ্ছেন মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ

৬ এপ্রিল থেকে দু'মাসব্যাপী তামাক নিয়ন্ত্রণে ক্যাম্পেইন কর্মসূচি পালন করে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। প্রথম দিন মিশনের হেলথ সেক্টরের প্রশিক্ষণ কক্ষে "পাবলিক প্লেসে গ্যাটস পর্যালোচনা ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগ" শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় বক্তারা বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণ ব্যাপক ও অর্থবহ করতে হলে তামাক কোম্পানি থেকে সরকারের ১৩ শতাংশ শেয়ার প্রত্যাহার করে নেয়া প্রয়োজন। এই শেয়ার আসলে তামাকের প্রসারে সহযোগিতা করছে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের হেলথ সেক্টরের প্রধান ইকবাল মাসুদ। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন, ঢাকা উত্তর সিটি কপোরেশনের অঞ্চল-৫ এর হেলথ ইন্সেপেক্টর ও ফুড সেফটি ইন্সপেক্টর আবদুল খালেক মজুমদার, বাংলাভিশন টেলিভিশনের সিনিয়র নিউজ এডিটর মাসুদ কামাল, দ্য বিডি এক্সপ্রেসের সম্পাদক সৈয়দ মুশফিকুর রহমান, প্রজ্ঞার কো-অর্ডিনেটর হাসান শাহরিয়ার, ভাইটাল স্ট্র্যাটিজির কান্ট্রি ম্যানেজার মো. নাসির উদ্দিন প্রমুখ।

সভায় মূল বক্তব্য প্রদান করেন মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী মো. মোখলেছুর রহমান।

সম্পূরক শুল্ক বৃদ্ধি ও সুনির্দিষ্ট করারোপের দাবি

২০১৯-২০ বাজেটে সব ধরণের তামাকজাত পণ্যের ওপর সম্পূরক শুল্ক বৃদ্ধি ও সুনির্দিষ্ট করারোপের মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি এবং জনস্বাস্থ্য রক্ষার দাবিতে ১৭ জুন ২০১৯ রাজধানীর সেগুনবাগিচায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সামনে মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়। মানববন্ধনে বক্তব্য প্রদান করেন এনবিআর-এর সাবেক চেয়ারম্যান ড. নাসির উদ্দিন আহমেদ, ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস্-এর আব্দুস সালাম মিঞা এবং দ্য ইউনিয়নের টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজার সৈয়দ মাহবুবুল আলম তাহিন।

তারা বলেন, প্রস্তাবিত বাজেটে তামাক কোম্পানিকে ইনপুট ক্রেডিট সুবিধা দেয়ায় কোম্পানিগুলো বছরে প্রায় ৩ হাজার কোটি টাকা কর রেয়াত করার সুযোগ পাবে। এই সুবিধা রহিত করার লক্ষ্যে অবিলম্বে তামাক করনীতি প্রণয়নের দাবি জানান তারা।

মানববন্ধনটির সার্বিক সহযোগিতায় ছিল ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস।

উল্লেখ্য, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন, এসিডি, ইপসা, তাবিনাজ, সুপ্র, বিটা, প্রজ্ঞা, ব্যুরো অব ইকোনমিক রিসার্চ, ডব্লিউবিবি ট্রাস্ট, নাটাব, প্রত্যাশা, টিসিআরসি, গ্রাম বাংলা উন্নয়ন কমিটি, বিসিসিপি, এইড ফাউন্ডেশনসহ বিভিন্ন তামাকবিরোধী সংগঠনের উদ্যোগে ঢাকাসহ সারাদেশের বিভিন্ন জেলায় একযোগে মানববন্ধন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

নরসিংদীর মনোহরদীতে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস পালন

২৯ মে ২০১৯ 'তামাকে হয় ফুসফুস ক্ষয়, সুস্বাস্থ্য কাম্য তামাক নয়' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি)'র সমৃদ্ধি কর্মসূচি ও শুকুন্দী ইউনিয়ন পরিষদের যৌথ উদ্যোগে নরসিংদীর মনোহরদীতে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস উদযাপন করা হয়। কর্মসূচির মধ্যে ছিল র‍্যালি, আলোচনা সভা। র‍্যালি শেষে শুকুন্দী নাজিম উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের হলরুমে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে দিবসের প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সমৃদ্ধি প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর আসাদুল্লাহ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, শুকুন্দী নাজিম উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল হাশেম ভুঁইয়া, বিশেষ অতিথি ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা নুরুল হক এবং নাজিম উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মো. জসিম উদ্দিন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শুকুন্দী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সাদেকুর রহমান শামীম ।

তামাক নিয়ন্ত্রণে বাজেট বরাদ্দের প্রতিশ্রুতি

তামাক নিয়ন্ত্রণে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের (ডিএনসিসি) বাজেট বরাদ্দ ও মোবাইল কোর্ট করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন ডিএনসিসি'র প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ব্রি. জেনারেল মো. মোমিনুর রহমান মামুন। বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ৩০ মে ডিএনসিসির সভাকক্ষে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে ডিএনসিসি ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কর্তৃক তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের অগ্রগতি ও পরবর্তী করণীয় বিষয়ে এক আলোচনা সভায় তিনি সভাপতির ভাষণে এ প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন সাভার পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শরফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক মো. মোখলেছুর রহমান। সভা সঞ্চালনা করেন ডিএনসিসি'র স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. মো. ইমদাদুল হক। আয়োজনে সহযোগিতায় ছিল ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস্।

স্বল্পমূল্যের তামাক পণ্যের করবৃদ্ধি না করায় স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়বে দরিদ্র জনগোষ্ঠী

প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেটের প্রতিক্রিয়ায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

১৩ জুন ২০১৯ জাতীয় সংসদে ২০১৯-২০ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেটের প্রেক্ষিতে প্রতিক্রিয়া জানায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টর। ১৫ জুন ২০১৯ রাজধানীর শ্যামলীস্থ স্বাস্থ্য সেক্টরের কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো প্রতিক্রিয়ায় স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ বলেন, প্রস্তাবিত বাজেটে নিম্ন, মধ্যম, উচ্চ ও প্রিমিয়াম স্তরে সিগারেটের সম্পূরক শুল্ক অপরিবর্তিত রেখে শুধুমাত্র মূল্য পরিবর্তনের মাধ্যমে ১০ শলাকা সিগারেটের দাম যথাক্রমে ২, ১৫, ১৮ এবং ১৮ টাকা বৃদ্ধি করে বর্তমান মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৩৭, ৬৩, ৯৩ এবং ১২৩ টাকা। ফলে, বিশেষত বহুজাতিক তামাক কোম্পানিগুলো এবারের বাজেটে ব্যাপকভাবে লাভবান হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। এবং সম্পূরক শুল্ক বৃদ্ধি না হওয়ায় সরকারের রাজস্ব বাড়ার কোনো সুযোগ থাকছে না। সরকারের এই পদক্ষেপে বিগত বছরের তুলনায় মূল্যস্তর ভেদে তামাক কোম্পানিগুলোর আয় ৩১ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে। নিম্নস্তরে দাম মাত্র ২ টাকা বৃদ্ধি করায় নিম্ন আয়ের মানুষের মধ্যে ধূমপানের প্রবণতার কোনো পরিবর্তন হবে না।

বিড়ি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ফিল্টারযুক্ত বিড়ির দাম ১৫ থেকে ১৭ টাকা করা হয়েছে। এদিকে ফিল্টারবিহীন বিড়িতে দাম বেড়েছে মাত্র ১.৫ টাকা। ফিল্টারবিহীন বিড়ির প্রধান ভোক্তা নিম্ন আয়ের দরিদ্র মানুষ। দরিদ্র মানুষের ওপর এই সামান্য মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব পড়বে না। অবশ্য ফিল্টারবিহীন ও ফিল্টারযুক্ত বিড়িতে সম্পূরকশুল্ক ৫ শতাংশ বৃদ্ধি করায় সরকারের রাজস্ব বাড়বে এবং বিড়ি কোম্পানির মুনাফা কিছুটা হলেও কমে আসবে।

তিনি বলেন, ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্যে করারোপের ক্ষেত্রে প্রচলিত ট্যারিফ ভ্যালু প্রথা বাতিল করে প্রস্তাবিত বাজেটে প্রতি ১০ গ্রাম জর্দার খুচরা মূল্য ৩০ টাকা করা হয়, যা ২০১৮-১৯-এ ছিল ১২ টাকা । প্রতি ১০ গ্রাম গুলের খুচরা মূল্য ১৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা ২০১৮-১৯-এ ছিল ৬ টাকা । এবং সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা হয় ৫০ শতাংশ। ওজনের ওপর ভিত্তি করে জর্দা ও গুলের মূল্য নির্ধারণ করার ফলে ধোঁয়াবিহীন (জর্দা ও গুলের) পণ্য থেকে কর আদায়ের জটিলতা কিছুটা হলেও সহজ হবে এবং আদায়কৃত করের পরিমাণও উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে এবং সরকারের রাজস্ব বাড়বে আশা করা যায়।

বহুজাতিক তামাক কোম্পানিগুলো এবারের বাজেটে ব্যাপকভাবে লাভবান হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে, বললেন বক্তারা

এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দ্য ইউনিয়নের টেকনিক্যাল কনসালটেন্ট মাহবুবুল আলম তাহিন, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনের রোগতত্ত্ব এবং গবেষণা-এর প্রধান অধ্যাপক ডা. সোহেল রেজা চৌধুরী, তামাক বিরোধী নারী জোটের কো-অর্ডিনেটর সৈয়দা সাঈদা আক্তার, যমুনা নিউজের স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট সুশান্ত সিনহা, এইড ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক আমিনুল ইসলাম বকুল, সাভার পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শরাফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী, ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিড্স-এর কান্ট্রি লিড কন্সালটেন্ট মো. শরীফুল ইসলাম, কান্ট্রি ম্যানেজার আব্দুস সালাম মিঞা।

ধূমপানমুক্ত পরিবেশ বজায় রাখতে বিআরটিএ'র নির্দেশনা

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ আইন বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন সরকারের বিভিন্ন সংস্থার সাথে অ্যাডভোকেসি করছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের ক্ষতিকর দিক বিবেচনা করে এই আইন প্রণয়ন করেছেন। উল্লেখিত আইনের ৪(১) ধারা অনুযায়ী পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে ধূমপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আইনের যথাযথ বাস্তবায়নে সরকার ও সরকারি বিভিন্ন সংস্থা বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। সম্প্রতি বিআরটিএ'র আওতাধীন সব পাবলিক প্লেস ও পরিবহনে ধূমপানমুক্ত পরিবেশ বজায় রাখতে দু'টি নির্দেশনা পত্র জারি করা হয়। একটি হলো, বিআরটিএ সদর কার্যালয় ও সব বিভাগীয় অফিস এবং সার্কেল অফিস সমূহকে "ধূমপানমুক্ত এলাকা" ঘোষণা এবং এ আইন অনুযায়ী সতর্কবার্তা অফিসের দৃশ্যমান স্থানে একাধিক জায়গায় প্রদর্শনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

অপরটি হলো, পাবলিক পরিবহনে ধূমপান রোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য আইনের ধারা ৮ অনুসারে সব পাবলিক পরিবহনে "ধূমপান হতে বিরত থাকুন, ইহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ" সম্বলিত নোটিস বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় প্রদর্শন করা। নির্দেশনাটি আগামী দু'মাসের মধ্যে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য বলা হয়। অন্যথায় ১ আগস্ট ২০১৯ থেকে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার মাধ্যমে আইন অমান্যকারীকে আইন অনুসারে জরিমানার আওতায় আনা হবে। জানিয়েছে বিআরটিএ'র চেয়ারম্যান মো. মশিয়ার রহমান।

আইন বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন সরকারের বিভিন্ন সংস্থার সাথে এডভোকেসী করছে। বিআরটিএ'র সাথে ২৫ মার্চ মালিক-শ্রমিক নেতৃবৃন্দের অংশগ্রহণে একটি এডভোকেসী সভায় উপরোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়।

নৈতিক শিক্ষার দিনলিপি হাতে অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ

নৈতিক শিক্ষার দিনলিপি পরিচিতি ও প্রকাশনা অনুষ্ঠানে বক্তারা

নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষকদের সম্পৃক্ত করা দরকার

ব্যবসায়ের লভ্যাংশ নির্ধারণে নীতিমালা থাকা প্রয়োজন। নৈতিক শিক্ষার সাথে শুধু ছাত্রদের নয়, শিক্ষকদেরও প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত করতে হবে। দেশব্যাপী নৈতিক শিক্ষার প্রসারের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ১৪ মে ২০১৯ 'নৈতিক শিক্ষা দিনলিপি' শিরোনামের পুস্তকের পরিচিতি ও প্রকাশনা অনুষ্ঠানে বক্তারা এসব কথা বলেন। তারা আরও বলেন, দেশে নৈতিক শিক্ষা অর্জনে রোল মডেলের অভাব রয়েছে। তাছাড়া সময়ের প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নৈতিক শিক্ষা প্রদান করতে হবে। নৈতিকতার প্রসঙ্গে সফল হওয়া বা স্বার্থক হওয়া বিষয়টি নির্ধারণ করতে হবে। অনুষ্ঠানে বক্তারা ভালো কাজগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনুশীলনের ওপর অধিক জোর প্রদান করেন। সরকারি ব্যবস্থাপনায় সরকারি কার্যক্রমে নৈতিক কর্মকাণ্ড অন্তর্ভুক্ত করার জন্য তারা সুপারিশ করেন।

তারা বলেন, সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করা এই মুহূর্তে সময়ের দাবি। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে নৈতিকতা প্রতিষ্ঠিত হবে।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সেন্টার ফর এথিক্স এডুকেশন (সিইই) ও নর্থ আমেরিকান বাংলাদেশি ইসলামিক কমিউনিটি (নাবিক)-এর যৌথ উদ্যোগে রাজধানীর আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় তথ্য কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান ড. গোলাম রহমান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান এবং সিইই'র পরিচালক ড. মিজানুর রহমান, সাবেক রাষ্ট্রদূত এম হুমায়ুন কবির, বুয়েটের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এ.এম.এম শফিউল্লাহ, আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর ড. কাজী শরিফুল আলম, হিমালয় পর্বতবিজেতা এম.এ মুহিত, সেন্টার ফর এথিক্স এডুকেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী আলী রেজা, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের মার্কেটিং ম্যানেজার আনিসুল কবির জাসির এবং মিশনের নির্বাহী পরিচালক ড. এম. এহ্ছানুর রহমানসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার ব্যক্তিরা। অনুষ্ঠানে নৈতিক শিক্ষা কোর্স সহায়িকার পরিচিতি তুলে ধরেন সেন্টার ফর এথিক্স এডুকেশনের প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর সাইফুজ্জামান রানা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম। পুরো অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন মিশনের তথ্য পরামর্শক চিন্ময় মুৎসুদ্দী।

নৈতিক শিক্ষাবিষয়ক প্রশিক্ষণ

আহ্ছানিয়া মিশনভুক্ত ভোকেশনাল অ্যান্ড টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউশনে সেন্টার ফর এথিক্স এডুকেশন (সিইই)-এর উদ্যোগে ১৭ এপ্রিল ২০১৯ ইনস্টিটিউটগুলোর প্রশিক্ষক ও কর্মকর্তাদের নিয়ে দিনব্যাপী নৈতিক শিক্ষা বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এতে মিশনভুক্ত চারটি ভিটিআই এর পঁচিশজন প্রশিক্ষক ও কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক ড. এস এম খলিলুর রহমানের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী পর্বে আলোচনা করেন আহ্ছানিয়া মিশন কলেজের প্রিন্সিপাল শেখ সাঈদ আলী ও সিইই-এর পক্ষে স্বাগত বক্তব্য দেন প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর আনিসুল কবির জাসির এবং ভিটিআই-এর পক্ষে বক্তব্য দেন ভিটিআই পল্লবী শাখার ম্যানেজার এস এম জেড মোস্তাজেব আলী। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান এবং বর্তমানে সিইই-এর পরিচালক প্রফেসর ড. মিজানুর রহমান। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সিইই-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী আলী রেজা। এই পর্বে অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন মিডিয়া পরামর্শক এবং প্রশিক্ষক চিন্ময় মুৎসুদ্দি ও আহ্ছানউল্লা ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলোজি'র প্রিন্সিপাল কাজী শহিদুল ইসলাম।

দ্বিতীয় পর্বে চিন্ময় মুৎসুদ্দী নৈতিকতার প্রাথমিক ধারণা বিষয়ে সেশন পরিচালনা করেন। আইন ও নৈতিকতা বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন প্রফেসর ড. মিজানুর রহমান। জীবিকার লক্ষ্য কী কখনো জীবনের লক্ষ্য হতে পারে? এই বিষয়ে প্রশিক্ষণ সেশন পরিচালনা করেন সিইই-এর প্রোগ্রাম সমন্বয়কারী মো. সাইফুজ্জামান রানা। সবশেষে এআইআইসিটি'র প্রিন্সিপাল কাজী শহিদুল ইসলাম সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

‘লেট আস লার্ন’ প্রকল্পের অবহিতকরণ সভা

বহির্ভূত শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষায় অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি ও মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ তৈরি করা হবে

ঢাকা আহছানিয়া মিশনের আয়োজনে ও ইউনিসেফের আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় ১৯ জুন ২০১৯ সকালে সুনামগঞ্জ জেলার প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হলো ‘লেট আস লার্ন’ প্রকল্পের অবহিতকরণ সভা। বহির্ভূত শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষায় অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি ও মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ তৈরির উদ্দেশ্যে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সুনামগঞ্জের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ অবদুল আহাদ। সভায় উপস্থিত ছিলেন ইউনিসেফের শিক্ষা বিভাগের প্রধান পাওয়ান কৃচিতা, ইউনিসেফ সিলেট বিভাগের চিফ অব ফিল্ড অফিসার কাজী দিল আফরোজা ইসলাম, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মো. জিল্লুর রহমান, ইউনিসেফ সিলেট বিভাগের শিক্ষা অফিসার তানিয়া লাইজ সুমি, ইউনিসেফ এর শিক্ষা ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ মহসিন, ঢাকা আহছানিয়া মিশনের হেড অব এডুকেশন মোঃ সাহিদুল ইসলাম, বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মো. সফর উদ্দিন, সমাজসেবা কার্যালয়ের উপপরিচালক সুচিত্রা রায়, লেট আস লার্ন প্রকল্পের প্রকল্প ব্যবস্থাপক সাইফুল করিম।

এছাড়াও ‘লেট আস লার্ন’ প্রজেক্টের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারাসহ প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা, রাজনৈতিক ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা, বিভিন্ন পেশাজীবী সমাজের প্রতিনিধি, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকসহ বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষা উৎসাহী ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে সভাটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠানে সঞ্চালনা করেন এলজিসি প্রজেক্টের সুনামগঞ্জ জেলা কো-অডিনেটর মিঠু রঞ্জন দাস।

উল্লেখ্য যে, লেস আস লার্ন প্রকল্পটি ডামের শিক্ষা কর্মসূচির একটি প্রকল্প। প্রকল্পটি সুনামগঞ্জের দুটি উপজেলার ৯০০০ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার্থী ও ৩০০০ স্কুল বহির্ভূত ও ঝরেপড়া শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করবে। প্রকল্পটি থেকে পরোক্ষভাবে ৫৩৪৯২ বিভিন্ন সেবা পাবে। এ ছাড়াও শিক্ষকদের দক্ষতা উন্নয়ন, শিক্ষার্থী ঝরেপড়া রোধ, কমিউনিটি মবিলাইজেশন ও শিক্ষাসংশ্লিষ্ট স্কেকহোল্ডারদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে কাজ করবে।

হাওড়ে শুরু ‘লেট আস লার্ন’

সুনামগঞ্জের হাওড় এলাকায় সুবিধাবঞ্চিত, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর শিশুদের শিক্ষা সেবা প্রদানে কাজ শুরু হয়েছে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের শিক্ষা কর্মসূচির ‘লেট আস লার্ন’ নামক একটি প্রকল্প। সঠিকভাবে প্রকল্প পরিচালনার জন্য কর্মীদের দিকনির্দেশনা ও প্রেষণা প্রদানের লক্ষ্যে সুনামগঞ্জে ২ দিনব্যাপি একটি ওরিয়েন্টেশন ও প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। ১ এপ্রিল ২০১৯ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মিশনের হেড অব এডুকেশন মো. সাহিদুল ইসলাম, ইউনিসেফের এডুকেশন স্পেশালিস্ট ইকবাল হোসেন এবং জেসিএফ-এর প্রজেক্ট ডিরেক্টর মুহাম্মদ ফিরোজ রহমানকে ফুলেল শুভেচ্ছা প্রদান করা হয়। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ডাম এইচ আর ডিভিশনের অ্যাসিসটেন্ট ডিরেক্টর মো. হাবিবুর রহমান, লেট আস লার্ন প্রকল্পের প্রজেক্ট ম্যানেজার সাইফুল করিম, টেকনিক্যাল কো-অর্ডিনেটর তপন কুমার সরকার ও টিপু সুলতান এবং প্রকল্প কর্মকর্তা ও কর্মীবৃন্দ। ওরিয়েন্টেশনে ডাম ও ইউনিসেফ এর কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এছাড়াও প্রকল্প লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, প্রত্যাশিত ফলাফল, কার্যক্রম, বাস্তবায়ন কৌশলের নানাদিক নিয়ে কর্মীদের হাতে-কলমে ধারনা প্রদান করা হয়। কার্যক্রম বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিস্ট পলিসিও নিয়ে আলোচনা করা হয়। উল্লেখ্য যে, ইউনিসেফ-এর আর্থিক সহযোগিতায় প্রকল্পটি সুনামগঞ্জ জেলার ২টি উপজেলার ১৩টি ইউনিয়নের ৯ হাজার প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার্থীকে এবং ৩ হাজার ঝরে পড়া ও স্কুল বহিভূর্ত প্রাথমিক শিক্ষার্থীকে উপানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে মানসম্মত শিক্ষা প্রদান করবে। প্রকল্পের অন্যান্য কার্যক্রম থেকে পরোক্ষভাবে ৫৩ হাজার ৪৯২ জন বিভিন্ন সেবা পাবে।

অতিথিদের ফুলেল শুভেচ্ছা

আর্লি চাইল্ডহুড এডুকেটর কোর্স

কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লাইফলং লার্নিং (বিআইএলএল) এবং উই লার্ন লিমিটেডের যৌথ উদ্যোগে ২৩ জুন আট সপ্তাহের আর্লি চাইল্ডহুড এডুকেটর কোর্স শুরু হয়। বিআইএলএল-এর পরিচালক অধ্যাপক অশোক ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন রয়েল ইউনিভার্সিটি অব ঢাকার ভিসি অধ্যাপক প্রফুল্ল চন্দ্র সরকার এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন আলোকিত বাংলাদেশের জয়েন্ট এডিটর কাজী আলী রেজা। অনুষ্ঠানে কোর্স কো-অর্ডিনেটর সুলতানা কানিজ ফাতেমা এবং ফারজানা সেলিনা উপস্থিত ছিলেন। ১৭ জন প্রশিক্ষণার্থী এ কোর্সে অংশগ্রহণ করছেন।

জীবনব্যাপী শিক্ষার নানা সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন সম্প্রতি প্রতিষ্ঠা করেছে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লাইফলং লার্নিং (বাংলাদেশ জীবনব্যাপী শিক্ষা ইনস্টিটিউট)। সম্প্রতি ঘোষিত এসডিজিতে জীবনব্যাপী শিক্ষা সম্প্রসারণের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এ উদ্যোগ গ্রহণ করে। বিআইএলএল'র উদ্যোগে চাহিদাভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি জীবনব্যাপী শিক্ষাকোর্স আয়োজন করা হবে। আর্লি চাইল্ডহুড এডুকেটর কোর্স এ উদ্যোগের প্রথম কোর্স। এ কর্মসূচি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করা হবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে কাজী আলী রেজা বলেন, শিশুর যত্ন ও উন্নয়নে পৃথিবীজুড়েই সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়। বর্তমানে বাংলাদেশেও শিশুর যত্ন ও উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এ বিষয়ে যোগ্য ও দক্ষ এডুকেটরের অভাব রয়েছে। তিনি প্রত্যাশা করেন, এ কোর্সে অংশগ্রহণকারীরা শিশুর যত্ন ও উন্নয়নে বিশেষ যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন করবেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক প্রফুল্ল চন্দ্র সরকার বলেন, আর্লি চাইল্ডহুড এডুকেশন একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই এটি পরিচালনার জন্য অত্যন্ত যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষক প্রয়োজন। বিআইএলএল এবং উই লার্ন লিমিটেড আর্লি চাইল্ডহুড এডুকেটর কোর্স আয়োজন করে একটি বিরাট সুযোগ সৃষ্টি করেছে। অধ্যাপক সরকার বলেন, প্রতিটি শিশুকে যোগ্য করে তুলতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে অত্যন্ত দক্ষ হতে হয়, এজন্য যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। আশা করছি, এ কোর্স সে প্রয়োজন পূরণ করবে।

সভাপতির বক্তব্যে অধ্যাপক অশোক ভট্টাচার্য বলেন, বিআইএলএল মানসম্পন্ন জীবনব্যাপী শিক্ষার জন্য নানা ধরনের কোর্স আয়োজনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটি এ ইনস্টিটিউটের প্রথম কোর্স। ভবিষ্যতে আরও অনেক কোর্স আয়োজন করা হবে।

সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের ক্রীড়া ও সংস্কৃতি প্রতিযোগিতা

প্রতিযোগিতা আয়োজনে অনির্বাণ ও গোধুলী আরবান সিএলসি

রাজধানীর মিরপুরের পূর্ব ও পশ্চিম কুর্মিটোলা ক্যাম্পে বসবাসকারী সুবিধাবঞ্চিত শিশু কিশোরদের জন্য অনুষ্ঠিত হলো বার্ষিক ক্রীড়া এবং সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের শিক্ষা কর্মসূচির ইউসিএলসি প্রকল্পের (এডুএ্যাম্প আল-খায়ের) উদ্যোগে ১৮ এপ্রিল ২০১৯-এ অনির্বাণ এবং গোধুলী আরবান কমিউনিট লার্নিং সেন্টার এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কবি ও রসায়নবিদ হাসান আলীম, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কালশি ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের সভাপতি শেখ মাসুদুর রহমান এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রশান্ত ডেভিড সাধুখাঁ, প্রকল্প সমন্বয়কারী ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, আহমদ বাসির, কবি ও উপদেষ্টা অনির্বাণ ইউসিএলসি, সাইফুল ইসলাম বাবু, সহ-সভাপতি অনির্বাণ ইউসিএলসি, সাগর হাওলাদার, সাধারণ সম্পাদক অনির্বাণ ইউসিএলসি। এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ইউসিএলসিও সেকেন্ড চান্স কর্মসূচির কর্মকর্তারা এবং স্থানীয় এলাকাবাসী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অনির্বাণ ইউসিএলসির সভাপতি নিজামউদ্দিন শেখ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আয়োজিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিষয়গুলো ছিল বিস্কুট দৌড়, ১০০ মিটার, দড়ি লাফ, মোরগ লড়াই, ২০০ মিটার দৌড়, লং জাম্প, মিউজিক্যাল চেয়ার, বালিশ বদল , ঝুড়িতে বল নিক্ষেপ ও যেমন খুশি তেমন সাজো। অন্যদিকে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার মধ্যে ছিল একক নাচ, দলীয় নাচ, একক গান, দলীয় গান, কবিতা আবৃতি এবং মাদক বিরোধী এবং ইভটিজিং-এর ওপর নাটক। প্রতিযোগিতা শেষে পুরস্কার বিতরণীর মাধ্যমে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সমাপ্ত ঘোষণা করেন অনির্বাণ ইউসিএলসির সভাপতি নিজামউদ্দিন শেখ।

উদ্বোধন করছেন শ্রীনগর উপজেলা চেয়ারম্যান মশিউর রহমান মামুন

মুন্সীগঞ্জে ডিএফইডি'র শততম শাখা উদ্বোধন

অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের (ডিএফইডি) শততম শাখার উদ্বোধন করা হয় মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলায়।

২২ জুন ২০১৯ উপজেলার দেউলভোগ এলাকায় এ শাখার উদ্বোধনের পর এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা আহছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলমের সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীনগর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মশিউর রহমান মামুন। এ সময় অতিথিদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন আহ্ছানিয়া মিশনের জেনারেল সেক্রেটারী ড. এসএম খলিলুর রহমান, আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক ড. এম এহ্ছানুর রহমান, ডিএফইডি'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আসাদুজ্জামান, শ্রীনগর ইউপি চেয়ারম্যান মোখলেছুর রহমান প্রমুখ।

সাতক্ষীরায় দুঃস্থ মহিলাদের মধ্যে সেলাই মেশিন বিতরণ

দুস্থ মহিলাদের আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নিজস্ব তহবিল হতে সাতক্ষীরা জেলায় ১৩টি সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়েছে। ১৩ এপ্রিল ২০১৯ ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের (ডিএফইডি) সাতক্ষীরা-১ এরিয়ার হাদিপুর ব্রাঞ্চ হতে এসব সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়। বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডিএফইডি'র খুলনা জোনের জোনাল ম্যানেজার মো. নাসির উদ্দিন এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এরিয়া ম্যানেজার (ভারপ্রাপ্ত) শেখ ফজলুল হক শাহীন। এ ছাড়াও অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হাদিপুর ব্রাঞ্চের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার মো. আক্তারুজ্জামান ও অন্য কর্মীরা।

মনোহরদীতে প্রবীণদের মধ্যে হুইল চেয়ার বিতরণ

স্বাস্থ্য ক্যাম্পে বক্তব্য দিচ্ছেন মো. আসাদুজ্জামান

২৫ জুন ২০১৯ নরসিংদী জেলার মনোহরদী উপজেলার শুকুন্দী নাজিম উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্টের (ডিএফইডি) সমৃদ্ধি ও প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কমর্সূচি কর্তৃক আয়োজন করা হয় স্বাস্থ্য ক্যাম্প, শ্রেষ্ঠ প্রবীণ ও শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা প্রদান, শারীরিকভাবে নাজুক ও প্রবীণদের মাঝে হুইল চেয়ার ও ছাতা বিতরণ এবং সমৃদ্ধ বাড়িতে গাছের চারা বিতরণ অনুষ্ঠান।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শাফিয়া আক্তার শিমু, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মনোহরদী এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন মো. আসাদুজ্জামান, সিইও এবং আর এম ফরহাদ, ডিজিএম ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি) প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। সভাপতিত্ব করেন মো. ছাদিকুর রহমান শামীম, চেয়ারম্যান, শুকুন্দী ইউনিয়ন পরিষদ। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মো. রেজাউল ইসলাম, কো-অর্ডিনেটর এমআইএস ও ফোকাল পার্সন সমৃদ্ধি ও প্রবীণ কর্মসূচি; মোঃ খায়রুল ইসলাম জোনাল ম্যানেজার, ঢাকা ; এবং মোল্লা আজগর আলী এরিয়া ম্যানেজার, নরসিংদী-২ ডিএফইডি। উক্ত স্বাস্থ্য ক্যাম্পের মাধ্যমে ২৪৩ জন চর্ম ও ডায়াবেটিস রোগীর সেবা দেওয়া হয়। ৬ জন শ্রেষ্ঠ প্রবীণ ও ৩ জন শ্রেষ্ঠ সন্তানকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। শারীরিকভাবে নাজুক এবং অসচ্ছল প্রবীণদের মাঝে ২টি হুইল চেয়ার এবং ২০টি ছাতা বিতরণ করা হয়। ৫০টি সমৃদ্ধ বাড়িতে বনজ, ফলজ, ঔষধি ও ফুল গাছের চারা বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি, স্কুলের শিক্ষক, ইউপি মেম্বারগণসহ ব্যাপক লোক সমাগম হয়।

৫তলা বিশিষ্ট দ্বিতীয় আবাসিক ভবনের উদ্বোধন করেন মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম

পঞ্চগড়ে আহ্ছানিয়া মিশন শিশু নগরীর দ্বিতীয় আবাসিক ভবনের উদ্বোধন

পঞ্চগড় জেলার সদর উপজেলার হাফিজাবাদ ইউনিয়নের জলাপাড়া এলাকায় প্রতিষ্ঠিত আহ্ছানিয়া মিশন শিশু নগরীর ৫তলা বিশিষ্টি দ্বিতীয় আবাসিক ভবনের উদ্বোধন করা হয়েছে। ২০ জুন ২০১৯ আহ্ছানিয়া মিশন শিশু নগরীতে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পঞ্চগড়ের জেলা প্রশাসক (ভারপ্রাপ্ত) মো. আব্দুল মান্নান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলমের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পঞ্চগড়ের ভারপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ নাঈমুল হাছান, জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মো. আল মামুন, কিন্ডার নট হিলফে (কেএনএইচ) জার্মানীর বাংলাদেশের কান্ট্রি কো-অর্ডিনেটর মারুফ মোমতাজ রুমী, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক ড. এস এম খলিলুর রহমান, শিশু নগরীর উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি হাফিজাবাদ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান গোলাম মুসা কলিমুল্লাহ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

পথশিশুদের সুন্দর জীবনের ভিত্তি তৈরি করতে আহ্ছানিয়া মিশন নিরলসভাবে কাজ করছে

প্রধান অতিথির বক্তব্যে পঞ্চগড়ের জেলা প্রশাসক মো. আব্দুল মান্নান বলেন, শিশুদের জীবনমান পরিবর্তনের জন্য উন্নত ভবিষ্যতের জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কাজ করে যাচ্ছেন। পাশাপাশি সমাজের বিত্তবান ব্যক্তিবর্গ সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জীবনমান উন্নয়নে এগিয়ে আসবেন আমি বিশ্বাস করি। শিশুরাই ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের কর্ণধার। ভবিষ্যতে এই শিশুরাই বাংলাদেশের পতাকা বহন করবে। শিশুরা সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে এবং তারাই দেশকে নেতৃত্ব দেবে। আহ্ছানিয়া মিশনের যে কোন কাজে পঞ্চগড় জেলা প্রশাসন সব রকমের সহযোগিতা করবে বলে আশ্বাস দেন।

সভাপতির বক্তব্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম বলেন, পশিশুসহ সকল দরিদ্র শিশুর পুনর্বাসন ও যথ যথ বিকাশ নিশ্চিত করতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন শিশু নগরী গড়ে তোলা হয়েছে। পথ শিশুদের সুন্দর জীবনের ভিত্তি তৈরি করতে আহ্ছানিয়া মিশন নিরলসভাবে কাজ করছে। বক্তারা এরকম একটি মহতী উদ্যোগের জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এবং দাতা সংস্থা কেএনএইচ-জার্মানীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং শিশু নগরীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

এর আগে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলমসহ অতিথিরা ফিতা কেটে ৫তলা বিশিষ্ট দ্বিতীয় আবাসিক ভবনের উদ্বোধন করেন। পরে শিশু নগরীর অভ্যন্তর প্রাঙ্গনে বৃক্ষ রোপণ করেন অতিথিরা। উল্লেখ্য, এক হাজার সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের আশ্রয় ও পুনর্বাসনের লক্ষ্য নিয়ে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন শিশু নগরী ২০১১ সালে পঞ্চগড়ের জলাপাড়া এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়। কেএনএইচ জার্মানীর আর্থিক সহায়তায় সুবিধাবঞ্চিত ও পথশিশুদের সমন্বিত সেবার মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসন কাজ পরিচালিত হয়ে আসছে। এখানে একটি ৫তলা বিশিষ্ট আবাসিক ভবনে মোট ৪৮৭ জন শিশু সার্বিক সেবা পেয়ে আসছে। এখানকার শিশুদের বিনামূল্যে থাকা-খাওয়া, মনো-সামাজিক ও স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ও বিনোদনসহ বিভিন্ন সেবা দেয়া হচ্ছে। বর্তমানে শিশু নগরীতে একটি ৫ তলা আবাসিক ভবনে ২৭২ জন শিশু বসবাস করছে। উদ্বোধনকৃত ৫তলা বিশিষ্ট দ্বিতীয় ভবনটিতে আরও ৩০০ শিশুর আবাসনের বন্দোবস্ত করা হবে।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের পক্ষ থেকে রাজধানীর শাহবাগ মোড়ে যাত্রীদের হাতে ইফতারসামগ্রী তুলে দেওয়া হয়

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগ

রাজধানীতে রোজাদারদের মাঝে ইফতার বিতরণ

চতুর্থ রমজান শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টা। ইফতারের বাকি ৩৫ মিনিটের মতো। এরই মধ্যে রাজধানীর শাহবাগের মোড়ে মিরপুর ১২ টু সদরঘাট রুটের একটি বাস এসে থামে। বাসটি থামার পরপরই দেখা গেছে, কয়েকজন লোক বাসের জানালা দিয়ে একটি খাকি রঙের কাগজের প্যাকেট যাত্রীদের হাতে তুলে দিচ্ছেন। প্যাকেটের ওপরে রয়েছে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের লোগো এবং ভেতরে ইফতার সামগ্রী।

ইফতার বিতরণ কার্যক্রমে ছিলেন মো. সোহাগ। তিনি বলেন, প্রথম রমজান থেকেই রাজধানীর শাহবাগ ও শুক্রাবাদ এলাকায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে বিনামূল্যে ইফতার বিতরণ করা হচ্ছে। ধনী-গরিব নির্বিশেষে রাস্তাঘাটে চলাচলরত রোজাদারদের এভাবেই ইফতার সামগ্রী বিতরণ করছে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। বাস, মাইক্রোবাস, প্রাইভেট কার, অটোরিকশা, রিকশাচালক এবং পথচারীরা এ কর্মসূচির আওতায় থাকছেন। ছিন্নমূলরাও ভিড় করছে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের দেওয়া এ ইফতার নিতে। মো. সোহাগ আরও জানান, বাসযাত্রী এবং পথচারীদের মধ্যে অনেকেরই গন্তব্যে পৌঁছার আগেই ইফতারের সময় হয়ে যায়। ফলে ইফতার করতে পারে না। তাদের জন্যই ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এ ইফতারের আয়োজন করেছে। তিনি বলেন, প্রতিদিন শাহবাগ ও শুক্রাবাদ এলাকায় ৫০০ প্যাকেট করে বিতরণ করা হচ্ছে। আগামী রমজানেও এই এলাকাগুলোতেও বিতরণ চলবে। প্রতিটি প্যাকেটে বিশুদ্ধ পানি, খেজুর, বিস্কুট, বনরুটি দেওয়া হয়। তিনি আরও বলেন, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের পক্ষ থেকে ইফতার বিতরণ কার্যক্রমে শাহবাগ এলাকায় চার জন এবং শুক্রাবাদ এলাকায়ও চার জন কাজ করছেন। শাহবাগ থেকে মিরপুরগামী রাইহান আহমেদ নামের এক পথচারী জানান, প্রথমেই অন্যকিছু মনে করেছিলাম। পরে দেখলাম ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের পক্ষ থেকে পথচারীদের ইফতার বিতরণ করা হচ্ছে। গন্তব্যে পৌঁছার আগেই ইফতারের সময় হয়ে যাবে, তাই এক প্যাকেট ইফতারি নিয়ে নিয়েছি। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের এ ধরনের উদ্যোগকে তিনি ধন্যবাদ জানান।

ডিএফইডির ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত

১৯ এপ্রিল ২০১৮ ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের (ডিএফইডি) র ত্রৈমাসিক সভা ডিএফইডির সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের জেনারেল সেক্রেটারি ড. এস. এম. খলিলুর রহমান, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক ও ডিএফইডি-এর সেক্রেটারি জেনারেল ড. এম. এহ্ছানুর রহমান, ডিএফইডি'র চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার (সিইও) মো. আসাদুজ্জামান, এজিএম মো. রেজাউল করীম এবং ডিএফইডির সকল জোনাল ম্যানেজার, এরিয়া ম্যানেজার ও প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ ।

Save for Hajj.হজ্বের জন্য সঞ্চয়

হজ্ব ফাইন্যান্স কোম্পানী লিমিটেড

(বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত শরিয়াহ্‌ভিত্তিক একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান)

আমাদের সেবাসমূহ

হজ্ব সঞ্চয় প্রকল্প ও অন্যান্য আমানত প্রকল্প

পবিত্র হজ্বব্রত পালনে অর্থায়ন (আস্-সাফারী)

যানবাহনে অর্থায়ন

গৃহায়নে অর্থায়ন

শিল্পায়নে অর্থায়ন

ব্যবসা বাণিজ্যে অর্থায়ন

আমানত সেবাসমূহ

১. আল-ওয়াদিয়া হজ্ব সঞ্চয় হিসাব

২. মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব

৩. মুদারাবা মাসিক হজ্ব সঞ্চয় হিসাব

৪. মুদারাবা মাসিক সঞ্চয় হিসাব

৫. মুদারাবা মেয়াদী আমানত হিসাব
(৩ মাস/৬ মাস/এক বছর/দুই বছর/তিন বছর)

৬. মুদারাবা মুনাফা উত্তোলনযোগ্য মেয়াদী আমানত হিসাব
(এক বছর/দুই বছর/তিন বছর)

৭. মুদারাবা দ্বিগুন মুনাফা ভিত্তিক মেয়াদী আমানত হিসাব

বিনিয়োগ সেবাসমূহ

খাতসমূহ

১. ইজারা ওয়া ইক্‌তিনা

২. বাই-মুয়াজ্জাল

৩. হায়ার পারচেজ-শিরকাতুল মিল্‌ক

৪. বাই-মুরাবাহা

পণ্য

১। গাড়ী (ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক)

২। যন্ত্রপাতি (শিল্প কারখানায় ব্যবহৃত)

৩। ব্যবসা বাণিজ্য

৪। বাড়ি/ফ্ল্যাট/বাণিজ্যিক ফ্লোর নির্মাণ ও ক্রয়

৫। আস্-সাফারী (হজ্ব অর্থায়ন প্রকল্প)

আপনি কি পবিত্র হজ্ব পালনে ইচ্ছুক?
হজ্ব পালন সহায়তাকল্পে সমুদয় খরচের ৭০% পর্যন্ত টাকা
শরিয়াহ্‌ভিত্তিকভাবে আমরা অর্থায়ন করে থাকি।
যাহা ৩৬ মাসে কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য।

যোগাযোগ করুন ঃ
ফজলুর রহমান সেন্টার, ৭২, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৯৫৫২১৪১, ৯৫৬০৫২০, ৯৫৭৭৮০৯, ৭১১৪৩৬১।

www.hajjfinance.net

আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা

রেজিঃ নং ৬০/৭৯ ॥ বর্ষ ৪১ ● সংখ্যা ২ ● এপ্রিল-জুন ২০১৯

গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী : বছরে যে কোন সময় আহ্ছানিয়া মিশন বার্তার গ্রাহক হওয়া যায়। প্রতি সংখ্যার মূল্য ২৫.০০ (পঁচিশ) টাকা।

সম্পাদক, আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, বাড়ি-১৯, সড়ক-১২, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯, ফোন : ৫৮১৫৫৮৬৯, ৯১২৭৯৪৩, ৯১২৩৪০২, ৯১২৩৪২০